ঘোষের পো!

প্রহসন।

"The wise can interpret a word or a nod"
"But folly can scarcely be taught by the rod"
"Wise men learn by others harm,
fools by their own"————
"Learn wisdom by the folly of others."

প্রকাশক।

শ্রী সারদাকান্ত লাহিড়ী

২৭ নং হরলাল দাসের লেন,

কলিকাতা।

হেরাল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক মুদ্রিত

সন ১২৯৫ সাল।

প্রহসনোক্ত অভিনেতৃবর্গ।

পুরুষগণ।

ভুপেন্দ্রনাথ ..	বর্দ্ধমানের জনৈক জমিদার।
ভোলা খুড়ো	দালাল।
কুমুদনাথ ..	রংপুরের জনৈক জমিদার।

স্ত্রীগণ।

পুঁটেহরি	বেশ্যা।
গোলাপী ..	পুঁটেহরির সঙ্গিনী।
গয়া	ঐ মা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সোনাগাছি।

(পুটে হরির শয়ন গৃহ)।

পুঁটেহরি। (তাম্বুল প্রস্তুত করিতে২ স্বগত) অমন মা'র মুখ আমি খড় জেলে পুড়িয়ে দি—ওরে আমার মায়া—মায়া দেখে আর বাঁচি না—ডাইনির মায়া—রোজগার কর্‌চি, ভ্যালা, আঁচল্ পুরে পুরে টাকা দিচ্চি, তাই আদর।—তাই পুঁটে খা. পুঁটে নে, পুঁটে—পুঁটে—পুঁটে। আবাগীর সব মুখে—ক দিন বল দেখি বুঝ্‌তে বাকি থাকে?--ঢের দেখ্‌লাম-ঢের সইলাম--এতদূর কেউ সইতে পার্‌বে না.—এখন আর না—আর তা হচ্ছে না, এইবার থেকে টের পাওয়াব নিজমূর্ত্তি ধর্‌বো—দেখি কেমন কোরে আমাকে ভুলিয়ে ফাঁকি দিয়ে টাকা ন্যায়? এবার থেকে ঠিক্ কর্‌লাম যে, যে কথাটী বলবে আমি তার ঠিক উলটো করব—আন্তরিক ইচ্ছা।

থাক্‌লেও বেঁকে দাঁড়াব—দেখ্‌বো কেমন করে আমাকে সিদে কর্‌তে পারে। এত বড় আস্পর্দ্ধা—আমি এত টাকাটা দিচ্চি—ভূপেন বাবুর ভিটেতে ঘুঘু চরালাম—লাক্‌টাকার বিষয়টা ত সে আমারই জন্য তিন্‌ নয় ছয় করে উড়ালে—তুই আপনার মুখেই সে দিন স্বীকার কর্‌লি যে ৩৫ হাজার টাকা নিজে জমিয়েছিস্‌, তা আমি গোলাপ দিদির মতন এক ছড়া জড়োয়া চিক্‌ চাইলাম—দিতে পার্‌লেন না!—একবার কাণ চেয়েছিলাম তাও হেঁসে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল—আরও একবার চরণচাপ পর্‌বার ইচ্ছা হয়েছিল সে বারেও কত ঠাট্টা তামাসা করা হয়েছিল—এবারও কি কম্‌ ঠাট্টা কর্‌লে—বলা হল ভূপেনের কর্ম্ম নয়, নূতন কাপ্তেন ধর্‌—নূতন জামাই জুটিয়ে আন্‌—তবে ত নূতন গয়না হবে?—কি আক্কেল বল দিকিন্‌—আমি এই দিব্বি গাল্‌চি যে কখনই ও হারামজাদির কথা শুনে———

নেপথ্যে—পুঁটে! ও পুঁটে!! পুঁটে গো!!!

পুঁ। ঐ মাগি আশ্চে (অবনত মুখে তাম্বুল প্রস্তুত করণ।)

গয়ার প্রবেশ।

গ। ওমা পুঁটু—ব্যালা যে গ্যাল মা—যাওনা গাটা ধুয়ে এস, চুল্‌টো বেঁধে দি—আমার অনেক কর্ম্ম পোড়ে রয়েছে। সমস্ত দিন্‌টে ঘরে বসে২ কাটিয়ে দিলে—বলি ওকি আবার—চক্ষুদুটো যে ছল্‌২ কর্‌চে—কিছু ভাব্‌ছিলে নাকি ?

পুঁ। ভাব্‌না কি আর থাকে না—তোর সে খোঁজে দরকার কি ?

গ। আরে পাগ্‌লা মেয়ে তোদের আবার ভাব্‌না? তোমার আবার ভাব্‌না কিসের মা—যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ তোমার ভাব্‌না কি ? মজাকরে খাও, দাও, হাঁস,খেল, নাচ,গাও—ভাব্‌না কি আবার—ছি ! কিন্তু মা দেখো—যা তোমাকে পই পই করে নিষেধ করে আস্‌চি, সে কথাটী যেন মনে থাকে—খবরদার —বড় সাবধান।—

পুঁ। আমি তাই করেছি তুই তা কি কর্‌বি ?—বেশ করব, তোর বাবার কিলা হারাম জাদি ?

গ। (স্বগত তাইত মেয়েটা বুঝিবা বেগড়ায়—এইত হ'ল রোজগারের সময়, এখন থেকে যদি টাকা কড়ি না

নিয়ে ইয়ারকীতে মাতে তা হ'লেই ত সর্ব্বনাশ !!!—না—উঁহুঁ—তা হতে দিচ্চি না—প্রাণ থাকৃতে নয়—কখনই নয়—রাম্ জোরে ধরে রইচি—টেনে—তুইত পেটের মেয়ে—কত কত গেল তল, তুইত মেয়ে। বাছা!—আমি তোর পেটে না তুই আমার পেটে—দেখি কতদূর বাড়ে—(প্রকাশ্যে) দেখ্ পুঁটে বেশি বাড়াস্ নি বল্‌চি. যা রয় সয় তাই ভাল—এ সকল কথা বলে না. বল্‌তে নেই—যে শুন্‌বে সেই বল্‌বে ছুঁড়ি বোয়ে গিয়েছে ———

পুঁ। তা বলুক (উচ্চৈঃস্বরে) কোন হারামজাদির এক-চালায় বাস করি না যে বল্‌বে——

ঘ। (মাথায় করাঘাত করিয়া) এখনও বল্‌চি ও সকল কথা ছাড়. না হলে খুনোখুনি হব।

পুঁ। যা—না—মর্‌না—এখনি যোমের বাড়ী যা—আপদ চুকে যাক্—আমারও হাড়ে বাতাস লাগে। তোর্ মবাইত আমি চাই তা, কি—হবে?

ঘ। (উচ্চৈস্বরে) কি! আবাগীর ঝি, আমার কোক্তে ভূপেন্ তোর আপনার লোক্ হ'ল—এত পীরিত্—তুই তাকে ছাড়্‌বিনি?

পুঁ। হোলো—হাঁ—তা ছাড়্‌ব না, তুই কি কর্‌তে পারিস্?

(স্বগত) আমার ত সে পোড়ার মুখো মিন্‌সের জন্য ঘুম্ হচ্চে না।

গ। (স্বগত) সর্ব্বনাশ কোরেছে—ভূপেন্ ড্যাক্‌রা দেখছি ছুঁড়িটেকে ভুলিয়েছে—বশ কোরে নিয়েছে—আমার মাথা মুণ্ডু খেয়েছে। সে ঘাটে পড়া যা মনে করেছে তা আমি বেঁচে থাক্‌তে হতে দিচ্চি না—চড়া চড়িতে ত কিছু ফল হবে না—দেখি একবার নরমহয়ে কত দূর কর্‌তে পারি !! গয়ার কাছে পার পান কার সাধ্য, তুই ত একটা ছুড়ি বইত নস্—(প্রকাশ্যে) বলি হাঁ মা পুঁটে তুই কি খেপেচিস্ মা—ওগো পুঁটু বলি রাগকর্‌লে চল্‌বে কেন মা—আচ্ছা আমি যা বলি একবার শোন দিকি—বলি পাগ্‌লি খান্‌কির আবার ভালবাসা কিলা ? এ ব্যবসা কর্‌তে গেলে ভালবাসাকে একবারে মন থেকে উপ্‌ড়ে ফেলে দিতে হবে—কসাইদের কি জন্তু জানোয়ারের উপর দয়া মায়া কর্‌লে চলে—দয়া মায়াকে জলাঞ্জলি দিতে হয়—কত কল্ কৌশল শিখ্‌তে হয়—দিনকে রাত্, রাত্‌কে দিন্ কর্‌বার ক্ষমতা চাই—সুধু ঘর ভাড়া করে চুল বেঁধে বারাণ্ডায় বস্‌লেই চলেনা—কত বুদ্ধি ধর্‌তে হয় তবে এ ব্যবসা চলে, তবে দশ টাকার সংস্থান

কর্‌তে পারা যায়। আমাদের রোজগার কর্‌তে বসা, এত দোকান—"ফেল কড়ি মাখ তেল", তা ব্যবসায় চক্ষু লজ্জা কল্লে কি চলে মা—ভূপেনের উপর আবার ভালবাসা কিসের, ভূপেন কি তোর বাবা খুড়ো হয়?

গোলাপের প্রবেশ।

গ। আয় তো মা গোলাপ—তোরা বিচার কর্‌ত মা, পুঁটুর আক্কেলের কথা শোন্‌ত মা—হতভাগী বলে কি না ভূপেন্‌কে ছাড়্‌ব না—আরে পাগ্‌লী!—ভূপেনে আর আছে কি? কি পদার্থ আছে—এখন ত ছোব্‌ড়া সার হয়েচে—আর সে ছোব্‌ড়া চুসে কি তুই রস পাবি, যে অত আটু পাটু কর্‌চিস্?—তুই নিজেই ঠক্‌বি—এখনও দু পয়সা রোজগারের সময় আছে, তাই বল্‌চি—আমাদের মতন বয়স হ'লে কি আর কেউ বল্‌বে, না তোর রোজগারেরই সময় থাক্‌বে; এই দু চারি দিনে যা করে নিতে পার—কেমন গোলাপ? আমাদেরও একেবারে দাঁত পড়ে নি, একেবারে এমন গাগ্‌তোপড়ায় নি, বুড়ী হয় নি; আমাদেরও এককালে সময় ছিল—কত হম্‌রো চুম্‌রো বাবু ভেয়ে আস্‌তো; আহা! সে রকম বাবু কি এখন

আর জন্মায় ? তোর ভূপেনের বাবার বাবা, তায় বড় তায় বড় কত রাজা রাজ্‌ড়ারা আমার এই পায়ের তলায় গড়াগড়ি যেত। এমন্ এক সময় ছিল যে আমি একবার তাদের পানে তাকালে তারা চরিতার্থ হ'ত, কিন্তু এখন আমারই পানে ভুলেও কেউ আর চেয়ে দেখে না। এই দেখ—তোর সময় আছে মা তাই বল্‌ছি, যে এই সময় দু টাকা জমিয়ে নে, পরে বুড়ো হলে বসে খাবি এমন দিন তোর বেশিদিনের জন্য নয়—কেমন গোলাপ ?

গো। তা বই কি মাসি।

পুঁ। আমি তোর কথা শুন্‌ব না—আমার যা ইচ্ছে তাই কর্‌ব, কষ্ট পাই পাব তোর কি তা ? বেশ কর্‌ব ভূপেন্‌কে ছাড়্‌বো না—তাকে নিয়ে আমি যেখানে ইচ্ছে চলে যাব—তুই কি কর্‌বি, তোর বাড়ীতে না থাক্‌লেই ত হ'ল—

গ। (ক্রোধ ও ক্রন্দন স্বরে) দেখ্ মা গোলাপ—শোন্ মা—তোরা শোন্—মেয়ের কথা শোন——(রোদন) আমি কার জন্য বলি, আমার আর কিসের দরকার ?—আমার সময় ত ফুরিয়ে গিয়েছে—এখন গঙ্গার দিকে ঠ্যাং হয়েছে, আর ক দিন—তোর ভালর জন্যেই বলি

তা আমাকে এত অপমান! এ সকল কথা কি সয় মা গোলাপ? আমি চল্লাম আমার আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা নাই—এই চল্লাম, হয় গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌ব তা না হয় যা থালিখানা মালিখানা আছে বেচে কিনে কাশী চলে যাব—কেন মিছে অপমান হওয়া—গোলাপ একবার আমার সঙ্গে দেখা করিস্‌ ত মা—(ইঙ্গিত)।

[গয়ার প্রস্থান।

গো। দেখ ভাই পুঁটু তোমার অন্যায় কিন্ত—আহা! মাগির চক্ষু দিয়ে জল বার্‌ করে দিলি?—ছি— হ'ক মেনে—এমন করে কি কাঁদাতে হয়,— মাকে—তোর কি দয়া মায়া নেই লা?—

পুঁ। ছুর্‌ ভাই তোরা কি জানিস্‌ বল? মার গুণ জানিস্‌নে তাই বল্‌চিস্‌।

গো। কেন? কি তোর সর্ব্বনাশ করেছেন যে—

পুঁ। শোন—তবে—বলি—মার গুণের কথা। অত বড় মিথ্যাবাদি জুয়োচোর কি আর ভূভারতে দুটী আছে?—বলিস্‌ কি গোলাপ দিদি—এত টাকাটা রোজ্‌গার কর্‌লাম—ধর্ম্ম কথা বল্‌তে গেলে একটা লোক্‌কে খানেখারাপ্‌ কর্‌লাম—তুই কিনা সেই

আমাকেই বাঁদির হাল করে রেখেদিলি? ওরে আমার মারে অমন মাকে আবার মায়া দয়া কর্‌বে—মুখে আগুণ জেলে দেবে, জ্বলন্তনুড়ো দিয়ে মুখ্‌টো পট্‌ পট্‌ করে পুড়িয়ে দেবে—

গো। কেন তোর গহনা কি নেই?

পুঁ। থাক্‌বে না কেন—আমার একখানা গহনায় লোকের সর্ব্বাঙ্গের গহনা হয়—সব আছে কিন্তু ঐ আবাগীর ঝি, সর্ব্বনাশীর ঝি, পর্‌তে দেয় না, তুলে রেখেছে—

গো। তুমি চাইলেই ত পাও?

পুঁ। হাঁ—তা আর হবার যো নেই—বল্‌ব কি দিদি এদানি বাবুর হাতে পয়সা নাই, তা মা রোজ্‌ আমাকে দিয়ে পয়সা চাওয়ায়, আর না দিতে পার্‌লেই, আমার গা থেকে এক এক খানা গহনা খুলে সিন্দুকে রেখেদিয়ে দুই এক টাকা বার করে দিত—আর বল্‌ত গহনা রেখে টাকা দিলাম—এই রকম করে সব গহনাগুলি নিয়েছে, এই দেখ ভাই মাথায় রূপার গুঁজি কাটীটি পর্য্যন্ত নিয়েছে। চাইলে বলে টাকা চেয়েনে, তবে ত গহনা ছাড়িয়ে আন্‌ব—তা না হলে গহনা কি করে আসবে?—সুদে মূলে এক গাদি হয়েছে—এই শোন আবাগীর ঝির

গুণের কথা। এতে কি আর শ্রদ্ধা থাকে।—না মুখ্ দিয়ে ভাল কথা বেরোয় ?

গো। (হাস্য) ও হো হো (হাস্য) তুমি এখনও মাসিকে বুঝ্‌তে পারনি দিদি—মাসির চাল্ বড়ই কঠিন। এর ভিতর অনেক কথা আছে—তোমার সে সকল বুঝতে অনেক দেরি—তবে আমিও গোটাকতক কথা ইসারায় বলে যাই, যদি বুঝ্‌বার শক্তি থাকে ত বোঝ—ফল কথা এই—পুঁটু—আমরা জাতকুল মজিয়ে আত্মীয় বন্ধু ছেড়ে এই ব্যবসায় ঢুকেছি—পয়সা রোজ্‌গার করাই আমাদের অভিপ্রায়। যে বাবুর পয়সা যতক্ষণ থাকে তাকে পয়সার খাতিরে মাথার মনি করে রাখ্‌তে হয়—চাকের আদর কতক্ষণ ?—যতক্ষণ মধুথাকে। আরও একটা কথা—বিয়ে ক্‌রুলে ছাল্‌নায় নাতি—আমাদের ঠিক্ সেই রকম কর্‌তে হয় আমরা গেরস্তের বৌ ঝি নই—আমাদের প্রেম কর্‌লে, ভালবাস্‌লে চলে না—পয়সা রোজগার করা চাই। পয়সা কি সহজে রোজগার হয় দিদি ? কত রকম সন্ধান—চাই তুমি ভাই পুঁটু এখনও বড় ছেলে মানুষ—কাযের লোক হও নাই—পাকা হ'তে এখনও অনেক দেরি, তুমি

বেশ ৰেনো যে আমাদের এ মিছে ভালবাসার দোকান্—ধোকার বাজার—যিনি বাজারে ঢুক্‌লেন তাঁরই সর্ব্বনাশ। এই যে আমিই তোমার সাম্‌নে ২।৩টী বাবুর সর্ব্বনাশ কর্‌লাম দেখ্‌লে না? আবার এখনও একজন ফাঁদে মাথা দিয়ে পড়ে আছে—তুমি দিদি এখনও বড় কম্ বোঝ—গয়া মাসি বড় পাকা মেয়েমানুষ,—তুমি এস, আমার সঙ্গে এস, আমি নির্জ্জনে তোমাকে সকল বুঝিয়ে দিইগে।

পুঁ। কি বোঝাবে চল?

[দুইজনের প্রস্থান।

ভুপেনের প্রবেশ।

ভু। (স্বগত) টাকা গুলো যে এত শীঘ্র শীঘ্র ফুরিয়ে জাবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। বাবার মৃত্যু হয়েচে প্রায় এক বৎসর সাত মাস হল, তিনি মৃত্যুর সময় স্থাবর অস্থাবরে প্রায় ৩লক্ষ ৫২হাজার টাকার সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন, কিন্তু কৈ?—এই এক বৎসর সাত মাস আমি পুঁটি বিবিকে পেয়েচি তা এরই মধ্যে এত টাকা টা সব গেল!—মায় বসৎ বাটী পর্য্যন্তও গেছে তবু ভোলা খুড়োর হেণ্ডনোটের অর্দ্ধেক টাকাও

পরিশোধ কর্‌তে পারলাম্‌ না। (দীর্ঘ নিশ্বাস) যাক্‌ যেতে দাও। যখন কিছুই চিরস্থায়ী নয়, আমার নিজের শরীরই নষ্ট হবে তখন কিসেরই বা টাকা, কিসেরই বা সম্পত্তি. কিসেরই বা বসৎবাড়ী আর কিসেরই, বা বাপের বিষয় !!! প্রণয়ই স্বর্গীয় জিনিস—যদি কিছু চিরস্থায়ী জিনিস থাকে তা হলে সে প্রেম, আর জগদীশ্বর। স্বাধীন প্রেম,—অকৃত্রিম প্রেমই স্বয়ং ঈশ্বর। প্রেম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই আমি সেই পথের পথিক✓ সন্ন্যাসী ফকির তাঁরা জগৎ সংসারের সুখের আশা, করেন্‌ না,কিন্ত তাঁরাও প্রেমে ব্যস্ত। প্রেমের শরীর—ঈশ্বর প্রেমে উন্মত্ত, তাই তাঁরা ফকির—আমিও সেই পথের পথিক আমিও প্রেমে মত্ত,আমিও সর্ব্বত্যাগী, আমিও সন্ন্যাসী. সুতরাং ফকির হয়েছি তাতে আক্ষেপ কি? সর্ব্বস্ব নষ্ট হয়েছে ক্ষতি কি? মা বাপ্‌ চুলায় যাক্‌, স্ত্রী পুত্র অধঃপাতে যাক্‌, বিষয় সম্পত্তির এক পয়শাও চাই না—আমি কেবল প্রেমের ভিখারী। যে প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব নষ্ট করলাম, সেই প্রেমের উপাসনাতেই জীবন কাটাব এই আমার স্থির সঙ্কল্প। হে

প্রেমময়! তোমার সাক্ষাতেই প্রতিজ্ঞা করলাম যে, প্রেম রক্ষার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করব—নিশ্চয় করব। (চিন্তা) মা আবার আজ আমায় এক পত্র লিখেছেন যে তাঁকে তিন দিনের ভিতর বসৎবাটী থেকে বার করে দিবে (দীর্ঘ নিশ্বাস) দাঁড়াবার স্থান নাই—(চিন্তা) অবশ্য কম বুদ্ধি বল্‌তে হবে, বাইবেলে প্রভু যীশুখৃষ্ঠ স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন, যে মনুষ্য পুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই" —স্ত্রীলোক কিনা—অল্প বুদ্ধি, হওয়াই সম্ভব; যখন তোমার সমস্ত বিষই গেল, চাকর বাকর গেল, সেপাই শান্ত্রি গেল, মান সম্ভ্রম গেল, সমস্তই গেল, তখন বসৎবাটী থেকে আর কি লাভ? এখন তত বড় বাড়ী থাক্‌লে মহা বিপদেই পড়্‌তে হ'ত। ভগবান যা করেন তা মানুষের মঙ্গলেরই জন্য; এখন এ দুঃসময়ে সে বাড়ী থাকলে আজ কড়ি পড়চে, কাল বরগা খস্‌চে, এদিকে পাঁচিল গেল ওদিকে ভিত ফেটেচে, সকল মেরামৎ কর্‌বার পয়সা জুট্‌তনা ঘর চাপা পোড়ে মর্‌তে হ'ত। তা যে বাড়ী বিক্রয় হয়ে গেছে ভালই হয়েচে; ঘা পোকা মিটে গেচে অতি উত্তম হয়েচে।

তা আবার আক্ষেপ কিসের? ভালই হ'ল, কথন কথন বাড়ী যেতে হত তা সে দায় হ'তে নিষ্কৃতি পেলাম। (চিন্তা) যাই হক্ কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে পুঁটুর গহনাগুলি পর্য্যন্ত আমি নষ্ট করলাম—আহা! আমি যথার্থই মূর্ত্তিমান পাষণ্ড হয়েচি—অমন সোনার শরীর অলঙ্কার হীন একি সহ্য হয়!!! আহা! পুঁটুর আমার কি অসাধারণ সৌন্দর্য্য, একখানি সরু কাপড়েই কত শোভা! সৌন্দর্য্য ধরে না, সময়ে সময়ে দেবকন্যা বলে ভ্রম হয়—নিশ্চয়ই পুঁটু শাপে নরলোকে জন্মেছে, তা না হলে এক আধারে কথন কি এরূপ অসাধারণ রূপ ও গুণ সম্ভবে—যা আমি ঠাউরেচি নিশ্চয়ই তাই—পুঁটু কখন মানবী নয়, দেবী! দেবী! নিশ্চয়ই! দেব কন্যা—আমি প্রথমত যে সামাজিক বিবাহ করি, সেটা বিবাহ নয়, সে কেবল বাপ মার সাজা দেওয়া মাত্র। যদি মনমত স্ত্রী মেলা জগতে সম্ভব হয় তা হলে সে আমার পুঁটুবিবি—যদি স্বর্গীয় প্রণয় জগতে থাকা সম্ভব হয় তা হলে তোআমাদেরই মধ্যে—আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে পারি যে পুঁটুবিবি প্রকৃতই আমার সহধর্ম্মিনী—বেশ্যার

ভিতরে এরূপ স্বর্গীয়ভাব—অকপট সরলতা—নিস্বার্থ ভালবাসা—উদারতা, অমায়িকতা, আর কোথাও দেখি নাই। আমি ভিন্ন পুঁটু স্বপ্নেও কাউকে ভাবে না, আমি জ্ঞান, আমি প্রাণ, আমি ধ্যান, যেমন রামের সীতা, সত্যবানের সাবিত্রী, নলের দময়ন্তী শ্রীবৎসের চিন্তা, পুঁটুহরি আমার সেইরূপ পতিব্রতা সহধর্ম্মিণী। আমি পুঁটুকে স্বইচ্ছায় আমার হৃদয় হার অর্পণ করেছি—সুতরাং পুঁটুবিবি আমার বিবাহিতা স্ত্রী—কখনই পরিত্যাগ কর্‌ব না—(চিন্তা ও পরিক্রমণ) আর আমার এমন কিছু নাই যে পুঁটুকে আর খান কতক অলঙ্কার দিব—বসং বাটী পর্য্যন্ত নষ্ট করেছি—পয়সা অভাবে এক মাস হল মদ ছেড়ে আপিং ধরেচি—জল খাবার পুরি কচুরী, বরফি, ঘুচে; মুড়ি, মটর ভাজা হয়েচে তাইত উপায়ত কৈ দেখ্‌তে পাই না। কেমন করে পুঁটুকে দুখানা গহনা দিব! ওরূপ সুন্দর শরীরে অলঙ্কার না থাকলে বড়ই মনে কষ্ট হয়। বন্ধু বান্ধবদের কাছে গেলাম ২।৫ টাকা ধার চাইলাম—কৈ তারা ত বিশ্বাস ক'রে এক পয়সাও দিলে না; বরং তামাসা করে উড়িয়ে দিলে (দীর্ঘ নিশ্বাস) কাল্‌কের বাজার-

খরচের পয়সাও নাই, আর আফিংএর পয়সাও নাই—শুনিচি আবার চাল আর কয়লা ফুরিয়েচে—পুঁটুর গহনা গুলিও এক২ কোরে বন্ধক দিয়েচি. আর বলবার মুখ নাই যে ২৲টাকা ধার কোরে আন। তাইত এখন কি করি? (চিন্তা) যাইহ'ক্ অনাহারে প্রাণ ত্যাগ কর্‌ব সেও স্বীকার শেষ দিনে পুঁটুর সঙ্গে একত্রে আত্মহত্যা করব সেও স্বীকার—তত্রাচ কখন পুঁটুকে ছেড়ে এক পাও জাব না। বাপরে—উঃ—এরূপ ভয়ানক চিন্তা কেন মনে আসে? ছাড়া—পুটুকে ছাড়া—তা এ প্রাণ থাক্‌তে নয়—হে ভগবান! হে পিতা! তুমি আমাকে আর ও ভয়ানক ভয় দেখিওনা এই আমি তোমার নাম কোরে শপথ কর্‌চি—যে পুটুর অনুরোধে—পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে—ভালবাসার খাতিয়ে—প্রাণেরটানে—শপথ কর্‌চি, যে এ জীবন থাক্‌তে কখনই পুঁটুকে ত্যাগ করে অন্যত্র যাব না—পুঁটুকে কখনই চক্ষের আড়ে রাখ্‌ব না—ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন কর্‌ব সেও স্বীকার—মেথর মুর্দ্দাফরাসের ব্যাবসা কোরে দুজনের উদর পরিপূর্ণ কর্‌ব সেও স্বীকার তত্রাচ একমুহর্ত্তের জন্য পুঁটুবিবিকে চক্ষের অন্তরালে রাখ্‌ব না—

আহা! তা হলে আমার বিরহে নিশ্চই—নির্দ্দোষী সরলা অবলা নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ কর্‌বে—আশ্রয় তরু ভিন্ন লতা কি বাঁচে?—

[পুঁটুর পুনঃ প্রবেশ।

পুঁ। বাবু—এত দেরি হল যে—বলি অমন কোরে দাড়িয়ে কেন? ও আবার কি—কি ভাবচ?

ভূ। (হাস্য) বলি পুঁটুবিবি—(হাস্য) বলি ভাল ত?

পুঁ। কি ভাব্‌ছিলে?

ভূ। (হাস্য) ভাবনা? আমার (হাস্য) তোমা ভিন্ন আমার আর কি ভাবনা সম্ভব পুঁটু!

গীত।

পিলু বারোয়াঁ—ঠুংরি—

"যে দিকে ফিরাই আঁখি
তব প্রেম মুখ দেখি"
অমনি আনন্দ নীরে হইগো মগন
সদা তব চন্দ্রানন।
ওলো প্রিয়ে ভাবি সদা তব চন্দ্রানন।
মোহন মুরতি কিবা নয়ন রঞ্জন॥
প্রিয়ে তব চন্দ্রানন॥

পুঁ। বা আজ এ কি—বাহবা বা—অনেক দিন পরে এ ভাব। আজ মনে যে স্ফূর্ত্তি ধরে না।

ভূ।—(দাড়ি ধরিয়া)

গীত।

গোপালে—উড়ে।

"যে মনে ভুলালি আমার মন।
আজ কৈ সে তেমন মন?"
তোমার কৈ সে তেমন মন?

পু। (ভূপেনের হস্ত ধরিয়া) নাও নাও চল, এখন গানের সময় নয়, বেলা হয়েচে স্নান কর্‌বে চল। আহা! ঘুরে২ মুখ্‌খানি সুকিয়ে গেছে কখনত কষ্ট সওয়া নাই চল—

ভূ। (যাত্রারসুরে) তবে চল গো সখি—.

উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গয়ার শয়ন গৃহ।

গয়া। (দর্পণে ভঙ্গির সহিত নিজরূপ দর্শন করিতে২ স্বগত) পোড়ার মুখো লোকে যে যাই বলুক্ কিন্তু বাস্তবিক এখনও আমার সময় যায় নাই। গলার মাংসটা একটু লোল্ হয়েছে তা হঠাৎ সকলের নজরে পড়ে না—দোষের মধ্যে চুল গুলো একটু ডাঁসিয়ে রং ধরেছে--তা মাথার কাপড় দেওয়া থাক্‌লে সে দোষটাও লুকিয়ে যায়—আর আজ কাল্ জলদোষে অমন সকলেরই —এমন কি ১০।১২ বছরের ছুঁড়িরও চুল্ পাক্‌ছে। (ভঙ্গি করিয়া দন্ত দর্শন) দাঁত যেমন তেমনিই আছে। তবে কপালের শীর গুলো একটু মোটা মোটা হয়েছে, তাতে বরং আরও শোভা হয়েছে কারণ, যে মেয়ে মানুষের কপালে শীর্ থাকে তাকে বড় রসিকা, দেখায় প্রেমের ভাব তার মুখে

মাথান থাকে।—যাই হক্ এ রং এখনও আমার বেশ আছে। গাল—গাল্ চড়ান আমার গুষ্টিতে নেই—ফল কথা এখনও আমার ব্যবসা চলে—

[ভোলা খুড়োর প্রবেশ।

গ। কি খুড়ো যে—

ভোলা। খুড়ো বল্‌তে লজ্জা হয় না—পুঁটি যে আমায় বাবা বলে।

গ। তাতেই বা ক্ষতি কি? ভেবে দেখ—আমারা ত বাজারে জিনিস —

ভো। বেশ বলেছ মাইরি Thank you my dear. তোমার বোল চালেই মোরে আছি বাবা।

[ভোলা খুড়োর উপবেশন।

গ। তামাক্ সাজি— সকল খবর্ ভাল ত?

ভো। আর ভাল—আমার মাথা আর মুণ্ডু।

গ। কেন? বাড়ীর সকলে ভাল আছে ত?

ভো। বাড়ীর সকলে রইল কি ম'ল, তা আমার বয়ে গেল আমি নিজে এখন যে মরি—

গ। কেন? তোমার আবার কি হ'ল?—

ভো। যা হবার তাই হয়েচে—

গ। এই বুড়ো বয়সে।—সু খবর বটে—এখন পটল্ ডাক্তার বন্দোবস্ত কর—ওষুধ খাও—বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল—

ভো। আরে ছাই রাম কহ—বলে "কিসের জ্বালায় মরে মোন্‌সা বরদিয়ে যা"—সে সব কিছু নয় (মৃদুস্বরে) বড় পয়সার টান্ হয়েছে, আজ ২।৩ দিন ধরে এক রকম উপবাসই জাচ্চে হাতে একেবারে এক্‌টি পয়সাও নাই।

গ। ইস্—"লক্ষ্মীর মা ভিক্ষা মাগে" তা আর হ'তে হয় না।

ভো। মাইরি গয়া বিবি—তোমার দিব্বি, বড়ই কষ্ট হয়েছে তাই তোমার কাছে একটা টাকা ধার্ কর্‌তে এসেছি দেবে কি ?

গ। কেন দেব' ?—তোমাকে দিয়ে আমার লাভ কি ?

ভো। সুদ্ দেব।

গ। দু পয়সা সুধে আমার সব কুলান্ হবে কি না।

ভো। চার আনা দেব—

গ। নাও—রেখে দাও তোমার দালালী কথা। এই ভূপেন্দ্রকে পথে বসালেন, কিছু না হবে ত ৫০ হাজার
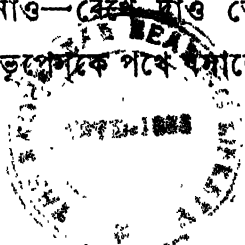
টাকা দালালী মেরেছ—সেত দুদিনের কথা এরই মধ্যে উনি খেতে পান্ না। মিনুষের ঢং দেখে গা জ্বালা করে—এটা তোমার ব্যবসার দোষ—মিথ্যা ভিন্ন ভুলেও ত একটা সত্য বলবে না।

ভো। না গয়া বিবি তোমার মাথায় হাত দিয়ে বল্‌চি (তথা কারণ) পঞ্চাশ হাজার টাকা পাই নাই ৩০ হাজার টাকা পেয়ে ছিলাম বটে, তা আবার আমারও ত পেটোয়া ১০।১৫ জন দালাল আছে তাদের দিয়ে থুয়ে হাজার দশ বার আমার হয়ে ছিল, তা আমার হাতে কদিন্ বল—গোটা কতক বাগান দিতেই বাস্—এখন আর নূতন কাজ কর্ম্ম নাই সুতরাং বড়ই টানাটানি হয়েচে। আজ ৩।৪ মাস হ'ল ভূপেনের ত আর এক পয়সাও সম্বল নেই, তা আর আমি কোথা প্যাব বল? যা হ'ক ভাল কথা মনে পড়েচে, তুমি ওটাকে তাড়িয়ে দাও না, আর রেখেচ কেন?

গ। তোমার জন্যই ত এখনও রয়েচে—তা না হ'লে কোন্ কালে বিদেয় কর্‌তাম।

ভো। কেন? আমার জন্য রয়েচে কি কারণ?

গ। তুমইত ভূপেন্‌কে জুটিয়ে দিয়েছিলে—তা ধর্ম্ম

কথা বল্‌তে কি, কি উপকারই করেছিলেতা আমি এক মুখে বল্‌তে পারি না—তুমি আমার বড় অসময়েই পুঁটুর সঙ্গে ভুপেনুকে জুটিয়ে দিয়েছিলে, তা ভাই আমি কি ধর্ম্ম খেতে পারি!—কপালের দোষে যেন এ ব্যবসা করচি কিন্তু ধর্ম্ম খাব কি ব'লে?—আদত কথা ভাই ভোলাখুড়ো, তুমি না বল্‌লে আমি কি ওকে তাড়াতে পারি?

ভো। তা বটে গয়া দিদি তুমি বড় High class মেয়ে মানুষ, যাক্ তোমার আর কি উপকার করেছি বল, আমার নিজের ব্যবসার খাতিরে ওকে তোমার মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়েছিলাম—কেমন মধু পেয়েছত?

গ। হাঁ ভাই—তা তোমার কাছে অবশ্যই স্বীকার করব। কিন্তু এখন যে কেবল মাছির কামড় আর সহ্য হচ্ছে না—

ভো। ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দাও না, তা হলেই ত আর কামড় থাকবে না।

গ। চিটে গুড়ে মাচি—ফুঁদিয়ে মুখ ব্যাথা হয়ে গেল।

ভো। কাটি করে বেছে ফ্যাল—ঘর ফাঁকা না হ'লে কি হবে? আমার হাতে আজ ২।৩ দিন হ'ল আর

একটী উঁচু দরের কাপ্তেন এসেছে—মধুভরা—ভূপেনের কর্ত্তে শাঁশ আছে—

গ। অঁ্যা—আছে—ভূপেনের কর্ত্তেও !!! তা ভাই ভোলা-খুড়ো আমার মাথা খাও কবে আনবে বল ? আমি কালই ও ব্যাটাকে ঝাঁটা মার্‌তে মারতে তাড়াব।

ভো। (স্বগত) সুবিধা হয়েছে—ভালইত—(প্রকাশ্যে) তাড়াতে পার্‌বে ?

গ। হাঁ নিশ্চয়ই কাল্‌—তবে আমি গয়াবিবি।

ভো। তা যদি পার তবে আমি পরশু দিন কুমুদ্‌ বাবুকে নিয়ে আসব—(হাস্য) তুমিও যেমন পাগল, এত দিনও মিছেমিছি রাখতে হয়! আজ ৩।৪ মাস ভূপেন ফকির হয়েচে—তোমরা না হক্‌ একটা নাগা সন্যাসী পুস্‌ছ। আরে ছি গয়া বিবি! তোমার এখনও বুদ্ধি পাকে নি, তোমার কোন sense নাই যাহক্‌ কাল্‌ তাড়াতে পার্‌বে ?

গ। নিশ্চয়ই—কোন সন্দেহ নাই।

ভো। দেখো—

গ। এখনও সন্দেহ ?

ভো। (চিন্তা) কিন্তু হাঁ-তা-বটে—কিন্তু আমার দেখ্‌চি একটু গোল—সন্দেহ—

গ। সে কি ? তোমার আবার সন্দেহ্ কি ?

ভো। সন্দেহ আর কি—এমন কিছু নয়—তবে সেই বাবুটীকে নিয়ে আজ তিন চার দিন লাল মোহিনীর ঘরে যাওয়া আসা কর্চি—লালের মা অনেক হাতে পায়ে ধর্ছে—আর দেখ গয়া বিবি তুমিত সব জান আমি বড় একটা চক্ষু লজ্জা এড়াতে পারিনা—

গ। দেখ ভোলা খুড়ো! খুনো খুনি হব কিন্তু —আমার সাক্ষাতে ওকথা মুখে এনো না— দেখ্বে।

ভো। না গয়া বিবি বলি তাই বল্চি—তা—কেমন করে—যাওয়া আসা হচ্ছে—যখন—

গ।—তা হবে না—তা কোন মতে হতে দেব না—ভোল খুড়ো সকল কথা ভুলে গেলে কি ?—

ভো। অ্যাঁ—না—তা—আচ্ছা তবে দেখি—

গ। দেখা দেখির কর্ম্ম নয়—আমার মাথায় হাত দিয়ে বল কাল্ আন্বে—(ভোলা খুড়োর হস্ত ধরিয়া নিজের মস্তকে প্রদান)।

ভো। আর—ছাড়—ছাড়—গয়া বিবি।

গ। না তা হবে না বল আন্বে—

ভো—আচ্ছা আন্‌ব তুমি এখন ছাড়—(হস্ত ছাড়ন)।

গ। বাস্‌ এখন বাঁচ্‌লাম—আচ্ছা খুড়ো সে বাবুটীর নাম কি ?

ভো। তাঁর নাম কুমুদ বাবু—রংপুরের জমিদার—খুব কাপ্তেন—আজ কাল এক রাত্রে দু দশ হাজার টাকার হ্যাণ্ড নোট্‌ কাটচে—অনেক ব্যাটা দালাল্‌ পেছু নিয়েছিল—কিন্তু বাবা আমার কাছে কি চালাকি—সকলের মুখের গেরাস কেড়ে নিয়েছি—এখন একটা হাড়্‌কাটের দরকার—

গ। কেন ?—পুঁটি কি আমার কম্‌ ?

ভো। তা কি আমি বল্‌চি ?—কিন্তু তোমার গয়ার পাপ্‌টা বিদেয় না হলে ত আর হচ্ছে না।

গ। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা নাই কাল ব্যালা দুপুরের ভিতরেই ঠিক্‌ কর্‌বো। যা হ'ক ভাই আমার মাথা খাও খুড়ো এই তোমার হাতে ধরে বলচি বাবুটীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো। তুমি যদি একবার নিয়ে আসতে পার তা হলে তোমার গয়া বিবি তার পরকাল ঝর্‌-ঝরে করে দেবেন, আর তুমি কেবল হ্যাণ্ডনোট কাট—

কিন্তু দেখো ভাই ধর্ম্ম রেখো—তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিনের কার্‌বার্‌—লালমোহিনীর সঙ্গে যদি জোট্‌পাট্‌ করে দাও তা হলে আমি নিজেও খুন্‌ হব আর তোমাকেও খুন্‌ কর্‌ব শুধু তাই নয় মর্‌বার আগে তোমার গুণের কথাও চারিদিকে ব'লে দেব—জেল খাটাব।

ভো। সর্ব্বনাশ! মাগি বলে কি গো!!!—(প্রকাশ্যে) আমার গুণের কথা কি বল্‌বে?

গ। কেন?—মিছে মিছি বড় মানুষের ছেলে সেজে হ্যাণ্ডনোট কাটো—

ভো। (স্বগত) তাই ত—এ মাগি বড় সহজ লোক নয়—(প্রকাশ্যে) তবে তুমি ব'লো—আমি চল্লাম—

গ। আরে খুড়ো!—যাও—কোথা—ব'স—তামাসা কর্‌লাম ব'লে কি চটে যেতে হয়—তুমি কি আমার পর—সেকালের কথাগুলো একবার মনে কর দেখি। যাক্‌ ও সকল বাজে কথা ছেড়ে দাও—কিন্তু ভাই মাথা খাও—কুমুদ বাবুকে হাতছাড়া কোরো না—

ভো। আরে পাগল আর কি—তুমি আমার আগে—তোমার জন্য প্রাণ দিতে পারি। যা হক্‌ আজ এখন

আসি—পুঁটুকে ঢং করে থাক্‌তে ব'লো—আমি নিশ্চয়ই পরশু সঙ্গে কোরে আন্‌ব—তবে এখন আসি।

গ। আরে ছি ব'স না—তামাক খাও না—এত তাড়াতাড়ি কিসের?

ভো। বড় দরকার আছে—হাঁ, আ[illegible]কটা কথা মনে হল, আজ বৈকালে আমি এ[illegible]দিয়ে কুমুদকে ব্যাড়াতে নিয়ে আসব—আজ [illegible] ভাল—বারাণ্ডায় পুঁটুকে রেখো, শুভ দৃষ্টিটে [illegible]জ হলেই ভাল হয় না!

গ। হাঁ তা ঠিক্ বটে—তা তাই ক[illegible]বো—

ভো। তবে আজ আসি (দণ্ডায়মান)

গ। সে কি—চল্লে যে—নিতান্তই—

ভো। হ্যাঁ ভাই বড় বিশেষ দরকার—

গ। কৈ টাকা নিলে না—

ভো। দেবে কি?—(হাস্য)

গ। তোমাকে ভাই কি অদেয় আছে।

গীত।

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

অদেয় কি আছে নাথ সকলিত সমর্পণ
করেছিরে ও চরণে জীবন যৌবন মন।

ভালবাসি দুশ জনে, কিন্তু দাসি ও চরণে
সদা শয়নে স্বপনে ভাবি ও বদন।
কত আসে কত যায়, তাতে কিবা আসে যায়,
যারে সদা মন চায় সেজন হৃদয় ধন।

পুঁটুর প্রবেশ।

পুঁটু। আমরণ—মুখে আগুণ—রকম দেখ—বুড়বয়েসে—

ভো। পুঁটী এসেছিস্—আবার যে নূতন বর আস্ছে—

পু। দুর্—বলি খুড়ো!—তুমি আজ্ কাল্ আস না কেন বল দেখি?—বাবু কত দুঃখ কর্ছিলেন—বল্ছিলেন অসময় বলে ভোলা খুড়োও একবার আসে না।

ভো। তোমার বাবু যে ভ্যাড়া কান্ত—আমরা যদি অসময়ে দেখবো তা হলে তোমার বাবুর ভিটের ঘুঘু চরাবে কে?—যাক্ গয়া বিবি আর দাঁড়াতে পারিনে আমি চল্লাম।

গ। আর একটু দাঁড়াও—আমি এখনি আস্চি—

[গয়ার দ্রুত প্রস্থান।

ভো। শুনেছ কি?—আবার যে এক নূতন নাগর আস্চে। খুব লোট—তোমার কপালটা ভাল।

পুঁ। আমার কপাল ভাল না তোমার কপাল ভাল।

ভো। কিসে?

পুঁ। খুব হ্যাণ্ডনোট কাটাও—দুশ টাকার জায়গায় দু হাজার লিখিয়ে নেবে—দু দিনের ভিতর তার ভিটেতে সরসে ছড়িয়ে ঘু, ঘু, ঘু, ডাক্‌বে।

ভো। আর তোমরাইবা কম্‌ কিসে? তোমরা কি কিছু পাও না?

পুঁ। পাই বটে—কিন্তু সেত তোমারই অনুগ্রহে—

গয়ার প্রবেশ।

গ। কি পাস্‌ লো হাবা মেয়ে?

পুঁ। না কিছু নয়।

গ। (ভোলা খুড়োর হস্তে দশ টাকার এক কেতা নোট দিয়া) খুড়ো! মনে রেখো ভাই, আজ আর বেশি হাতে নাই—কাল এসো আরও কিছু দোবো—কিন্তু খুড়ো সে কথাটী ভুলো না—

ভো। আরে ক্ষেপা না পাগল—আরও কি বল্‌তে হয়। তবে এখন আসি।

[ভোলার প্রস্থান।

গ। (স্বগত) ভালই হ'ল—ভোলা খুড়োর মুখ বন্ধ করা হ'ল—গয়ার বুদ্ধির কাছে লাগে কে? (চিন্তা) পুঁটুর এখন অদৃষ্ট ভাল—বেঁচে থাকে—আমা হ'তে যা হয়নি পুঁটু হ'তে তা হ'ল। (প্রকাশ্যে)

হ্যাঁ মা পুঁটু! আমি তোমার গহণাগুলি তুলে রেখেছি ব'লে তুমি নাকি রাগ ক'রেছ?—

পুঁ। মা তোমার পায়ে পড়ি ওকথা আর্ তুলিস্‌নে —আমায় মাপ কর—বড় দোষ হয়েছে গোলাপ দিদি আমাকে সকল বুঝিয়ে দিয়েছে—মা আমি কি তোর অবশ মেয়ে?

গ। তা আমি জানি—তুমি আমার সোনার চাঁদ, বুদ্ধির সাগর (মুখচুম্বন) এখন এক কর্ম্ম কর্‌তে হবে ভূপেন্‌কে তাড়াতে হচ্ছে, সে হতভাগা ব্যাটাকে কালই তাড়াতে হবে।

পুঁ। তাতে আমার কিমা—কাল কেন? এখনি তাড়াও না—ও আমার কে?—খেল্‌বার জিনিস্ বইত নয়—ফাঁকিদিয়ে সর্ব্বস্ব নেবার সম্পর্ক, তাকি আমি জানি না—আমি সবই বুঝি। তুমি যদি বল তা হলে আজই আমি ঝাঁটা মার্‌তে মার্‌তে তাড়াতে পারি। মিষ্টি কথায় ভুলবার মেয়ে আমি নই।

গ। বেঁচে থাক মা—একশ বছর পরমাই হক্—তোমার মুখে এ সকল জ্ঞানের কথা শুনে বড়ই খুসি হ'লাম। কিন্তু এখন কথা এই নূতন দাঁও যেন ফস্‌কায় না— কাল্‌কেই তাড়াতে হবে।

পুঁ। নিশ্চয়ই তাড়াতে হবে।

গ। নিতান্ত না যায় মদের সঙ্গে বিষ খাইয়ে একেবারে ঠিক্ করে দেব—

পুঁ। না বাবু তাতে আমার বড় ভয় হবে।

গ। (স্বগত) বলে ভাল করি নাই—ছুঁড়ি এখনও পাকে নাই (প্রকাশ্যে) আরে পাগ্‌লি তাকি হয়—তা নয় সেটা বল্‌ছিলাম মাত্র। আয়দিকি মা ছাতের উপর গিয়ে ব্যাটাকে তাড়াবার একটা পরামর্শ করিগে—যা বল্‌ব তা ত কর্‌তে পার্‌বে?

পুঁ। মা! আমি ত তোমারই মেয়ে।

গ। দেখো বাছা মাজ্‌দরিয়ার যেন হাল ছেড়ো না তা হ্‌লেই সর্ব্বনাশ—

পুঁ। তা কথনই হবে না।—

পটক্ষেপন।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়ন গৃহ।

ভূ। (অহিফেন্ গুলিতেং স্বগত) আজ্কে ত ভগবান একরকম চালিয়ে দিলেন কাল্ যে কি হবে তা তিনিই জানেন। উদরান্নের জন্য বা ভিক্ষা করিতে হয়। ভিক্ষার বা বাকি কি? যখন বন্ধু বান্ধবের নিকটে সতেরবার হাঁটাহাঁটি করে—হাত বের্করে পেট দেখিয়ে দুআনা চার্আনা এনে খর্চা চালাতে হচ্চে তখন একে ভিক্ষা বলে না ত আর কি বলে? বড়ই আহাম্মকি করেচি হ্যাণ্ড নোট (Hand note) কেটে সর্ব্বনাস ঘটেছে—আহা সে সময়ে বুঝ্তে পারলাম না। কোন রূপ প্রকারে যদি পুঁটির দু দশ খানা আরও ভারি ভারি গহনাও দিয়ে রাখ্তাম তাহলেও, এ সময় অনেক উপকার হত। ভোলাখুড়োই ত সর্ব্বনাশ করে দিল। (চিন্তা) তাও বলি ভোলাখুড়ো ছিল বলে অনেক

সময়ে মান বাঁচিয়েছে যদিও পাঁচ হাজার লিখিয়ে পাঁচশ দিয়েছে কিন্তু তত রাত্রে অসময়ে কে বল দেখি সে উপকার করে!—একটা টাকা পাওয়া যায় না!!! কপালেছিল নষ্ট হয়ে গেল তার জন্য তত দুঃখিত নই কিন্তু ভোলাখুড়ো কি নেমখারাম্। আগে কতদূর ভাল বাস্ত, কত যত্ন কর্‌ত, কতদূর বন্ধুত্ব দেখাত, আমার একটু কষ্টে কতই অধীর হত, কিন্তু এখন একবার আসে না ডেকে জিজ্ঞাসাও করে না—এ দুঃসময়ে যদি একটা পরামর্শও দেয়,—কি কেবল মুখে একটা ভরসা দেয়, তা হলেও যে কত উপকার করা হয়। তা সকলেই সময়ে করে—যে সকল লোক একটু মদ একটু মাংস খাবার লোভে দিনরাত্র হত্যাদিয়ে এখানে পড়ে থাকৃত—যাদের সুখের জন্য সর্ব্বস্ব উড়ালাম—আজ তাদের বাড়ীতে গিয়ে ডেকে২ গলা ফেটে গেলেও উত্তর দেয় না—উপরে আছে অথচ লোক দিয়ে বলে দেয় যে বাটীতে নাই দেখা হবে না—এদের কি আর বন্ধু বলে!!—ঠেকে বিলক্ষণ শিখলাম্—এরা কেবল মধুর প্রত্যাশী—থাক্ আর সে সকল ভাব্‌বার সময় নাই যা হয়ে গিয়েছে তার আর চারা কি!—এখন আমার

চলে কিসে? জুতা জোড়াটা ছিঁড়েগেছে—কিনিইবা কি করে—কাপড় কখানিও জীর্ণ হয়েছে—পুঁটুরও একখানি কাপড় নাই—পুঁটুর মাকেও দিতে হবে—আবার সম্মুখে দুর্গাপূজা—কোথা থেকে কি হয় !!!—বড় গোল যোগেই পড়্লাম—হা নারায়ণ! কাপড় জুতা ও খাওয়ার জন্য যে আমাকে ভাব্তে হবে তা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার জন্য পুঁটিরও যথেষ্ট কষ্ট হচ্ছে আহা প্রণয়ের খাতিরে ভালবাসায় খাতিরে—সরল চরিত্রের গুণে—মুখ ফুটে কিছু বল্তে পারে না, কিন্তু ভাতের উপর তরকারী পাচ্চে না—ধিক্ আমাকে, শত ধিক্ !!—এরূপ নবনীর পুতুল, সোনার প্রতিমা, সরল প্রেমের মুর্ত্তিমান জীবন্ত আদর্শকে কতদূর কষ্ট দিতেছি—ধিক! আমার জন্মে ধিক !! আমার কর্ম্মে ধিক !!—আমার বিদ্যাবুদ্ধিকে শত ধিক !!!—(চিন্তা) কৈ উপায় ত আর কিছু দেখি না—চাক্রী কে দেবে? আর সমস্ত দিন যে প্রেমময়ীর মুখখানি না দেখে পরের দাসত্ব করা তাও আমা হতে কিরূপে হতে পারে—তাইত তবে কি হবে?—(চিন্তা)—অবশেষে—নিশ্চয়—মৃত্যু—আত্ম—হত্যা, দুইজনে এক সঙ্গে—এক সময়—প্রাণত্যাগ কর্ব

লোকে তবু সরলপ্রেমের বশ বুঝবে—নিস্বার্থ প্রণয়ের জীবন্ত উদাহরণ জগৎশুদ্ধ লোক প্রত্যক্ষ করবে। তাই ভাল এই সংকল্পই রইল (অহিফেন সেবন) উঃ তেত দেখ! কিছাই খেতেই শিখলাম, আফিংয়ের উপর যেরূপ ঘৃণা ছিল তা আবার আমাকেই তাই, ব্যবহার করতে হল। কি করি মদ না জুটাইত আফিং খাবার কারণ। কিন্তু আফিং খেতে শিখে চিন্তার অনেক উপকার হয়েছে—আঃ এখনও তেত গেল না—হা অদৃষ্ট! মুখে যে এক গাল মুড়ি দেব তাও যোটে না—এমনি সময়। সময়টা কি খারাপই হযেচে।—বোধ হয় রন্ধ্রগত শনি। (চিন্তা)

অন্তরালে পুঁটির ও গয়ার প্রবেশ।

(পুঁটি ও গয়া পরস্পরের কানে কানে পরামর্শ)

গয়ার প্রস্থান ও পুঁটুর প্রবেশ।

পুঁ। (শসব্যস্ত) বাবু একটা টাকা দাও দিকি শীঘ্র দাও—মাকে বড় অপমান করছে।

ভু। (সচকিতে) কি? কি?—ব্যাপার কি?

পুঁ। (রোদনস্বরে) ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ড—পরশু পয়সা ছিল না তুমিইও এক পয়সা দিতে পার

নাই, তাই মা ভোলাখুড়োর কাছ থেকে একটা টাকা ধার কোরে এনেছিলেন।—কাল্‌কে দেবার কথা ছিল, কাল্‌কেও তুমি দিতে পার নাই,—তাই কথায কথায ভোলাখুড়ো মাকে যা বল্‌বাব নয় তাই বল্‌চে। একবাবে মারমুখী হযেছে।—এমন অধর্ম্মও কবেছিলাম, এত অপমান আমাকে স্বচক্ষে দেখ্‌তে হল। (ক্রন্দন)

নেপথ্যে প্রথম স্বব। হাবামজাদী। এখনি টাকা দে, বেখে দে তোব বাবু,—তোব বাবুত এখন নগদা মুটেবও অধম, বাবু কিরে হাবামজাদি?—সে এখন আব বাবু কিসে? টাকা দিবিত দে, তা না হ'লে এক কিলে তোব মুণ্ডুটা পেটের ভিতব ঢুকিযে দেবো।

২য স্বর। (উচ্চৈঃস্বরে) বাবাগো, মেবে ফেল্লেগো, তোব পায়ে পড়ি ভোলাখুড়ো! ছেড়ে দে, পুঁটিকে বাবুর কাছ থেকে ফিবে আস্‌তে দে।—(অতি উচ্চৈঃস্বরে) ওবে মারে! বাপ্‌সকলরে! এগোরে! মেবেফেল্লেবে!—

প্রথমস্বর (গম্ভীবস্ববে) হাবামজাদি! আমার সঙ্গে জুয়াচুবি!

ভূ। (সবোষে উচ্চৈঃস্বরে) আমি যাই। এত বড় স্পর্দ্ধা? (দ্রুত যাইবার উদ্যম এবং পুঁটু কর্ত্তৃক নিবারণ)।

পুঁ। সে কি বাবু? তুমি সকল ভুলে গেলে?—ভোলা-খুড়ো যে খুনে লোক,—তোমার উচিত কি তার কাছে যাওয়া।

ভু। তুমি আমাকে ছাড়, আমি না গেলে তোমার মাকে মেরে ফেল্‌বে।

পুঁ। না, তা পারবে না।—টাকা পেলেই স্থির হয়ে যাবে। তোমার কাছে কি একটা টাকা আছে?

ভু। (দীর্ঘ নিশ্বাস) একটী পয়সাও নাই।

পুঁ। তবে তুমি এই ঘরে থাক, আমি একবার চেষ্টা করে আসি।

ভু। আমাকে যদি নিবারণ কর্‌লে, তা হ'লে তুমি যেতে পাবে না। তোমাকে একটী শক্ত কথা বল্‌লে আজ ভো ।‥ড়ার নিশ্চয় মৃত্যু হবে, তোমার অপমান কখনই আমার সহ্য হবে না।

পুঁ। সে জন্য চিন্তা নাই, আমাকে কে কি বলে? কার সাধ্য? আমি আসচি,—এখনি এলাম বলে, আমি না গেলে গোল মিট্‌বে না।

[পুঁটুর প্রস্থান।

ভু। (পরিক্রমণ) ভোলাখুড়ো হারামজাদা কি পাজি!—ঐ ব্যাটা হতেই ত আমি জন্মের মত মারা গেলাম।—

কত টাকাই যে আমার চুরি করেছে, তার হিসাব নাই।—আমাকে মদতে ঐ ত প্রথমে লওয়ায়। ঐ পাপিষ্ঠইত (Hand note) হ্যাণ্ডনোট কাট্‌লে যে টাকা ধার মেলে, তা প্রথমে শেখায়।—আমার অধঃ-পাতের কারণই ঐ পিশাচ। আমি এখন উদরান্নের জন্য কষ্ট পাচ্ছি; অসময়ে তোর যদি একটা টাকা ধার নিয়ে থাকে, তা বলে কি মাগীকে এমনি করে অপমান আর মারধর কর্‌তে হয়?—উঃ! মানুষকে যে বিশ্বাস করে, সে নিতান্ত নির্ব্বোধ। মানুষ কখন কিরূপ হয়, তা বোধ হয় জগদীশ্বরের বুঝিবারও বাহিরে। তা আমরা কোন্ ছার।—আগে জানতাম ভোলা একটী ধর্ম্মের অবতার, এখন দেখ্‌চি, মূর্ত্তিমান নরকস্বরূপ। ছি! এত নীচ—এতদূর—নির্ম্মায়িক। ও সব কর্‌তে পারে।—ওর অসাধ্য কোন কর্ম্মই নাই। (চিন্তা) আহা! আমার জন্য পুঁটু ও পুঁটুর মা বিস্তর কষ্ট পাচ্চে,—অন্নবস্ত্রের কষ্ট—আবার দেনার দায়ে অপমানিত।—এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য কর্‌চে।—এতদূর কষ্ট, তত্রাচ পুঁটুর প্রেম কি স্থির।—পাছে আমি গেলে ভোলাখুড়ো কিছু অনিষ্ট করে, সেই আশঙ্কায় আপনি গেল, তত্রাচ আমাকে

যেতে দিলে না। হা ভগবান্! আমাকে এমনি অর্থ-হীন করে রেখেছ যে, এমন স্নেহময়ী প্রেম-বিলাসিনার অন্নকষ্ট, অর্থকষ্ট, আবার তাকে বসনভূষণ-বিহীনা দেখ্‌তে হ'ল।—ধিক! আমাকে শত সহস্র ধিক!

পুটুর প্রবেশ।

পু। ভোলাখুড়োকে বিদায় করে এলাম।

ভু। কি করে?

পু। সেই যে আমার শান্তিপুরে কাপড়খানা ছিল, সেই-খানা দিলাম, তবে ক্ষান্ত হ'ল।—এমন ড্যাক্‌রা ত কখন দেখি নি, আহা! মাকে বড় মেরেছে!

ভু। আহা হা! কি পাষণ্ড!

পু। মা কাল চলে যাবে।

ভু। কেন?

পু। সে কথায় আর কাজ নাই,—তামাক সাজ্‌ব?

ভু। সাজ না? (পুঁটির তথাকরণ।)

ভু। মার বড় লেগেছে না?

পু। বাঁ হাতখানা বোধ হয় ভেঙ্গে গিয়েছে, বড় ফুলে উঠেছে।

ভু। উঃ! কি সর্ব্বনাশ!—মা যাবেন কেন?

পূ। বল্‌ব,—তুমি রাগ কর্‌বে না?—না ভাই বল্‌ব না,—তুমি দুঃখ কর্‌বে, ভাব্‌বে, তাহলে আমার বড় কষ্ট হবে। যা-ই যান্‌ আর যে-ই যান্‌, তোমার মুখ-ভাব আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।

ভূ। (দীর্ঘনিশ্বাস) না, আমি দুঃখ কর্‌ব না, বল না?

পূ। তা ভাই এক দিন না এক দিন বল্‌তে ত হবেই, তবে বলি। আমি ১৫।১৬ দিন মা আধপেটা কোরেও খেতে পায নি, ধারও সংসারখরচের জন্য প্রায় ২০।২৫ টাকা কোরেছে। আজ এই কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌ছিলেন তোমাকে বল্‌তে, যে বাবু একটা বিলি করুন, এরূপ করে আর কত দিন চলে?—তুমি ত রাগ কর্‌লে না ভাই?

ভূ। (দীর্ঘনিশ্বাস) এত ঠিক কথা,—অবশ্য একটা বিলি করাত আমার সম্পূর্ণ উচিত, কিন্তু কৈ বিলির ত কোন বিলিই দেখি না। সকলই নারায়ণের ইচ্ছা। (দীর্ঘনিশ্বাস)।

পূ। তাই মাও বল্‌ছিলেন যে, এরূপ পেটে না খেয়ে তার উপর দেনার জন্য অপমানিত হয়ে কদিন কাট্‌বে? আরও তিনি বল্লেন যে, ছেলের মতন ভূপেনকে ভাল বাসি, কেমন করেই বা যেতে বল্‌ব?

আবার এদিকে না খেতে বল্‌লেও খাওয়া বিনে মারা যেতে বসেছি।—যতক্ষণ তুমি থাক্‌বে, ততক্ষণ আর কেহ'ত আস্‌বে না।

ভু। (দীর্ঘ নিশ্বাস ও নীরব।)

পুঁ। যা হক বাবু, তুমি ভাই একটা কিছু জবাব দাও, তা না হলে মা এ ব্যালাই চলে যাবেন।—আর মা-ই ত যেখান থেকে হক্, এর রকম করে খাওয়া চালা চ্ছেন্, তিনি গেলে আমাদের দাঁড়িয়ে মারা যেতে হবে। তোমার ইচ্ছা কি,—আমাকে বল ? আমি মাকে বোলে আসি।

ভু। পুঁটু ! তবে কি তুমি আমাকে যেতে বল ? (রোদন).

পুঁ। না গেলে ভাই চলে কেমন করে ? আগে খাওয়া—মানুষ না খেয়ে কদিন থাক্‌বে বল্ ?—পেটে ভাত না থাক্‌লে কি রঙ্গরস ভাল লাগে ? হয় তুমি খরচ—পত্র চালাও, না হ'লে কাজে কাজেই যেতে হবে।

ভু। উঃ ! কি সর্ব্বনাশ !!—তোমাকে ছেড়ে যাওয়া !!!—পুঁটু !—আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে,—তাতে আমি এক তিলের জন্যও দুঃখিত নই, কিন্তু—কি বল্লে ?—তোমাকে ছেড়ে যাওয়া ?—তোমাকে ছেড়ে থাকা—জীবিত থাকা—এ কি সম্ভব ?—হ্যাঁ পুঁটু ?

পুঁ। কি কর্‌বে বাবু?—তোমাকে ছাড়্‌তে আমারও কি কম্ কষ্ট হবে?—কিন্তু হাত কি?—এই কলিকাতা সহরের খরচ—কি করে চলে?

ভূ। পোঁটা!—আমি সব বুঝি,—খরচ যে চলে না, তা স্বচক্ষে দেখ্‌চি,—কিন্তু তোমাকে ছাড়্‌বার কথা,—উঃ!—আর বলো না পুঁটু!—আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমাকে ছাড়্‌তে পার্‌ব না। পৃথিবীতে আর,—আর আমার কোন সুখ, কোন ঐশ্বর্য্য—কোন আনন্দই নাই—সওয়ায় তুমি!—তোমা ছাড়া হয়ে আমার কি জীবিত থাকা সম্ভব?—অনেকবার মনে মনে ভেবে-ছিলাম যে, আমার জন্য তুমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছ;—সুতবাং চলে যাই না কেন,—অমনি প্রাণ আঁধারে পূর্ণ হয়ে গেল,—শ্বাস বোধ হতে লাগ্‌ল,সে ভাবনাকে দূর কর্‌লাম। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও থাক্‌তে পার্‌ব না—পুঁটু! আমি তোমার পায়ে আশ্রয় নিলাম,—অবশ্য এখন আমি নিস্ব—মোট্ বইতে বল, তাও বইতে রাজী আছি, কিন্তু আমাকে তাড়িও না।—তোমা ভিন্ন দেহে প্রাণ কখনই থাক্‌বে না।—আমাকে বিষ খাইয়ে মার সেও ভাল, তবু আমাকে যেতে বলো না। আমার শেষ সঙ্কল্প

তোমার কোলে জীবন ত্যাগ কর্‌ব,—আমাকে আর যাবার কথা বলো না।—উঃ! তোমাকে ছেড়ে!!!—

পু। (স্বগত) তাইত—এত খুব গয়ার পাপ,—মিন্‌সে কি গো?—এর উপায় কি? কি উত্তর দি? মা ত শিখিয়ে দেয় নাই?—(প্রকাশ্যে) দেখুন বাবু! আপনি থাক্‌লে আর কোন বাবু আস্‌বে না আর আমরা না খেতে পেয়ে মারা যাব।

ভু। না পুঁটু!—আমি ভিক্ষা করে—গলায় কাচা দিয়েও তোমাদের মোটা ভাত মোটা কাপড় যোগাব,—তার জন্য ভয় কি?—আমিত পুরুষ মানুষ।—

পু। (স্বগত) ওরে বাপ্‌রে তা হলে রাজ্য কর্‌লে আর কি!—যা হক কি বলি? (চিন্তা)

ভু। পুঁটু! চুপ কর্‌লে যে?—একবার বল যে "তুই থাক্‌নি, তোকে তাড়াব না"—যেতে তুমি বল্‌চ?—তুমি আমাকে বল্‌চ?—উঃ!—

গয়ার প্রবেশ।

গ। ও মা পুঁটু! বাবুকে বুঝিয়ে বল না মা! বাবু কি আমার পর?—পেটের ছেলে—তবে দিন কতকের জন্য একটু গা ঢাকা হয়ে থাকলে দেনাটা শোধ কর্‌তে

পারা যায়,—তা এত ওঁরই ঘরকন্না রইল,—সর্ব্বদা আস্‌বেন যাবেন,—বুঝিয়ে বল না মা!

পুঁ। আমি আর কি বল্‌ব ?—বাবু যাবে না।

গ। ওমা সে কি কথা? আমরা কি দাঁড়িয়ে মারা যাব?—বাবা ভূপেন বাবু!—তুমি বাবা বড় লোক, লেখা পড়া জান,—আমরা যেন ছোট ব্যবসাই কর্‌চি, তা বাবা তুমি একটু ভেবে দেখ না কেন—যে এক গাদি টাকা দেনা হয়েছে, বাড়ী ভাড়া, চাকর চাকুরাণীর মাইনে, এ সব কোথা থেকে হবে? পুঁটুকে ভাল বাস, পুঁটুত পালায় নি? আর দশ দিন বাদে এলেই চল্‌বে, মধ্যে থেকে সাম্‌লে নেওয়া হবে।

ভূ। মা! ও কথা বল্‌বেন না!—আমাকে বিষ খাওয়ান্, কিন্তু পুঁটুকে ছেড়ে আমি থাক্‌তে পারব না। আমি সব বুঝি, কিন্তু পুঁটুকে ছাড়্‌তে বল্‌লে—আমার জ্ঞান থাকে না,—পুঁটুর জন্য আমি সব কর্‌তে পারি।—

গ। (স্বগত), তাইত, ছোঁড়া বড়ই খেপেচে দেখ্‌ছি, এমন কি, যদি জোর কোরে তাড়িয়ে দি, তা হ'লে পুঁটুকে প্রাণে মার্‌তেও পারে,—কারণ—ক্ষুণ্ণপ্রেমে মানুষে

সব কর্‌তে পারে।—এখন এ চালে চল্‌লে অনিষ্ট হবে অন্যরকম দেখা যাউক। (চিন্তা)

ভূ। আপনি যা বলবেন তাই কর্‌ব, কিন্তু আমার অনুরোধ যে আমাকে তাড়াবেন না,—পুষ্প আমার প্রাণ—

গ। তাইত বাছা!—তোমাকে ত ছেলের মতন দেখি আর যদিও আমাদের ব্যবসাটা খারাপ, তা ব'লে আমরা নিতান্ত ছোটলোক নই। কপালে ছিল হচ্চে,—কিন্তু বাছা—তাইত—তাইত বাছা।—পরিচপরের জন্যই তোমাকে বলা বাছা,—তা না হলে বাছা এত দিন ত ত,—এক কর্ম্ম করলে বরং এখানে থাকা হয় বাছা,—তা না হ'লে বাছা পুষ্প বেচলতে কি, কোন মতেই থাকা হবে না। তা বাছা সেই কর্ম্মটা যদি কর্‌তে পার, তবে থাক, তা না হ'লে নিশ্চয় যেতে হবে বাছা। কি করব?

ভূ। মাগো! তুমি যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব,—না একেবারে বল্‌ব না। কিন্তু আমাকে যেতে বলো না। আমার স্থান নাই,—কে আমাকে দেখ্‌বে? আর আমি আমার জীবন সর্ব্বস্বকে ছেড়ে কোথায় গিয়ে বাঁচ্‌ব?—তুমি বল মা কি কর্‌তে হবে?

গ। (স্বগত) পুঁটি এর মাথা একেবারে খেয়েছে দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) এমন কিছু নয় বাছা! তোমাকে ও কাপড় চোপড়গুলো সব্‌ ছাড়্‌তে হবে।

ভূ। পুঁটুর জন্য এখনি ছাড়্‌তে প্রস্তুত আছি। কপ্‌নি পর্‌তেও নারাজ নই।

গ। নামটীও বদ্‌লাতে হবে বাছা!

ভূ। রাজী আছি।

গ। অপরাপর বাবু এলে একসঙ্গে বস্‌তে পাবে না বাছা!

ভূ। নাই বা বস্‌লাম,—ক্ষতি কি?

গ। কিছু মনে কোরো না বাছা!—তুমি যে সেই আছ, কেবল দু পয়সা রোজগারের জন্য এই সব কথা। ফল কথা এই, তুমি যদি বাবুর পোযাকে বাবু হয়ে থাক, তা হলে আর কেউ আস্‌বে না। সেই জন্যই তোমাকে অন্য মানুষ সেজে থাক্‌তে হবে। যেমন আছ তেমনি থাক্‌বে; তুমি যেমন আদরের ধন, সেই রকমই থাক্‌বে;—তবে লোকে না জান্‌তে পারে। তাদের কাছে নাম ভাঁড়িয়ে অন্য রকম হয়ে থাক্‌তে হবে। বুঝ্‌লে বাছা?

চ। আমি সম্পূর্ণ রাজী আছি যে, যখন আমার অর্থ নাই,

তখন একটু হীনতা না স্বীকার করলে প্রেম—সরল প্রেম—স্বর্গীয় প্রেম—কখনই রক্ষা হবে না।

গ। (স্বগত) বাস! বাঁচা গেল!—আমি মনে কর্‌ছিলাম ভোলাখুড়োর দাওটা ফস্‌কাল। (প্রকাশ্যে) তুমি বাবা সুবুদ্ধি, তুমি বুঝবে না ত কে বুঝ্‌বে? তবে বাবা আজ থেকে আর তুমি বামুনদের ছেলে রইলে না, ঘোষেদের ছেলে হলে—ঘোষের পো বলে উত্তর দিও।

ভু। আচ্ছা মা!

গ। বেশী কথা কিছু নেই। বাবা যখন আসবেন, তুমিও সঙ্গে থাক্‌বে, যা কিছু কর্‌তে বলবেন, বাবা বলে—না হলে ত ঘোষের পো মানাবে না বাবা। এ ঠিক্ কি রকম থাকতে হবে, যেমন ধরি মাছ গোছ—অর্থাৎ তুমিই গুটির সর্ব্বস্ব, কিন্তু লোকের কাছে দেখাতে হবে যেন, তুমি এই বাড়ীতে থাক মাত্র।—কথাটা তলিয়ে বুঝলে কি না?—এতে তোমার দু পয়সা বিলক্ষণ লাভও আছে। কেমন খুসী হলে ত বাছা?

ভু। হাঁ মা—আমি সম্পূর্ণ রাজী হলাম।—একটু হীনতা—সময়ক্রমে সকলকেই স্বীকার কর্‌তে হয়। যদি

ভগবান দিন দেন, তখন আর কাহাকেও না আস্‌তে দিলেই হবে।

গো। হাঁ, তা বই কি বাবা! পুঁটি তোমারইত, তবে পয়সার জন্য এই ফিকির করা হক্‌—(স্বগত) ভালই হয়েছে। একটা বেয়াড়ার কায হবে,—তবে এখন আমি বাবা—আবার বোলে যাই কাপড় চোপড়-গুলো ছেড়ো,—কোন বাবু এলে রাগ কোরো না।

[গয়ার প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(পুঁটি ও ভূপেন।)

পুঁ। কাপড়খানি ঠিক হয়েছে, পরাটিও ঠিক হয়েছে। (হাস্য)

ভূ। জুতো পায়ে দিতে কিছু দোষ আছে কি?

পুঁ। না, তা দিতে পার।

ভূ। জামা?

পুঁ। না, গায়ে দিতে পার না, মাথায় ফেরতা দিয়ে চাদর গায়ে দাও,—যার যা অঙ্গ।

ভূ। শীত করে যে।

পুঁ। ক্রমে সয়ে যাবে।

ভূ। আচ্ছা দিলাম। (চাদর গায়ে দেওন)

পুঁ। বেশ সেজেছ। (হাস্য)

ভূ। (সলজ্জভাবে) তোমারই জন্য।

পুঁ। এ বিদেশিনীর সাজ,—যা হক, কিন্তু নাম ধর্‌লে ঠিক উত্তর দিও।

ভূ। তা দেব বই কি।

পুঁ। ঘোষের পো!

ভূ। কি বল্‌চিস্‌?

পুঁ। বেশ, যখন আমি বাবুদের সঙ্গে থাক্‌ব,—আমার মান বাড়্‌বে, তখন কি বল্‌চিস্‌ বল্লেইত গেছি।

ভূ। আজ্ঞে বল্‌তে হবে না কি?

পুঁ। কতকটা বটে, অতদূর নয়,—দূরে থাকতো উত্তর দেবে যাই,—কাছে থাকত উত্তর দেবে—হাঁ বলে। বলি ও ঘোষের পো!

ভূ। হাঁ।

পুঁ। ঠিক হয়েছে।

গোলাপের প্রবেশ।

গোলাপ। কি বোনাই! আজ আবার কি বেশ?

ভূ। ঘোষের পোর বেশ।

গো। বা! ভাল।

গীত।

ঝিঁঝিঁট—কাওয়ালি।

প্রেমে কোথা থাকে মান,
প্রেমিকেরও প্রেম ধ্যান, জ্ঞান, পরাণ।

"প্রেমের শরীর যার, কলঙ্ক তার অলঙ্কার"
"অরসিকে বুঝান ভার" প্রেম উপাদান॥

বেশ দেখাচ্ছে। (হাস্য)

পু। গোঁপ কামিয়ে ভাই ভাল হয় নেই।

গো। কেন? গলায় তুলসীর মালা ছড়াটীতে ঠিক যেন গোঁসাই প্রভু বলে বোধ হয়। যা হক ভাই, বোনাই একদিন আমাদের স্যাম্পিন খাওয়াও, অনেকদিন ও পাট হয় নি।

ভু। আর গোলাপ! বোনাই বলো না। তোমার বোন রাগ কর্বে। এখন ঘোষের পো বল। এখন আমাকে ও সকল বলা আর কাটা ঘায়ে নুন দেওয়া সমান। গোলাপ! যদি পয়সাই থাক্‌বে, তা হলে কি আর ঘোষের পো হই? দেখি কতদূর হয়,—"তুফানে পড়েছি, কিন্তু ছাড়িব না হাল"—পবিত্র প্রণয়ের অনুরোধে, সকলই করা যায়,—স্বয়ং শ্রীহরি কি করেছিলেন?

গো। (স্বগত) আঃ বোকা মেড়া! প্রণয় কর্‌তে, আর স্থান পাও নাই? বেশ্যার কাছে এসেছেন প্রণয় কর্‌তে, এততেও মিন্‌সের জ্ঞান হয় নাই, আমার ইচ্ছা হচ্ছে, দুটো কথা শুনিয়ে দি,—কি করে

বলি? পুঁটি রয়েছে যে, সে রাগ কর্‌বে, তা না হলে বেশ করে বল্‌তাম।—আহা! লোকটার বোকাম দেখে দুঃখও হয়। (প্রকাশ্যে) তা ত বটেই বোনাই! থুড়ি থুড়ি,—না না—ঘোষের পো—তা ত বটেই, প্রণয়ের জন্য সকলই করা যায়—এই যে আমরা বাপ্‌ মা বাড়ী ছেড়ে এসে সোনাগাছিতে রয়েছি। এ কি পবিত্র প্রণয়ের জন্য নয়?—এই যে গানে বলে না "না হ'লে রসিক সুজন প্রেম কি কেউ কর্‌তে পারে?"

নেপথ্যে—পুঁটে! ও পুঁটে!! এঘরে আয়! কুমুদ বাবু এসেছেন।

পুঁ। (ব্যগ্রভাবে) ঐ লো! কুমুদ বাবু এসেছেন, মা ডাক্‌ছেন। আমি চল্লাম?—তুই এখন ঘোষের পোর সঙ্গে থাক্‌—(দ্রুত প্রস্থান)

ঘো। ঘোষের পো! এইত তোমার পবিত্র প্রণয় চোলে গেল। তুমি যথার্থ ঘোষের পো!

ভূ। (স্বগত) উঃ! চলে গেল!—আবার কার সঙ্গে আমোদ কর্‌বে,—হয় ত আমার মতন করে আদর কর্‌বে,—ভাল বাস্‌বে,—অসহ্য!—উঃ! অত্যন্ত

অসহ্য!—ঘোষের পো হয়ে সুখ হ'ল না,—এ যে মর্ম্মান্তিক। যা ভাব্‌লাম, তা হ'ল না।

গো। চুপ করে রইলে যে? বলি ও ঘোষের পো!—ঘোষের পো!—কাণের মাথা খেয়েছ না কি?

ভূ। তাই ত, এই কি পবিত্র ভালবাসা? এরই নাম কি সরল প্রেম?—না—তা—নয়,—পবিত্র প্রণয় বোধ হয় এরূপ নয়।

গো। বলি ও ঘোষের পো!—(উচ্চৈঃস্বরে) শুন্‌চো?

ভূ। হাঁ—গোলাপ!—কি বল্‌চ ভাই?

গো। এতক্ষণ কাদের বাড়ীতে ছিলে?

ভূ। কেন?—কি বল্‌চ?

গো। বলি তোমার পবিত্র প্রেম ত আর একজনের সঙ্গে সরল প্রণয় কর্‌তে গেল। আহা! মরি তুমি যেমন ভ্যাড়াকান্ত।

ভূ। তবে কি আমি প্রতারিত হলাম? না, তা কখনই হতে পারে না।—পুঁটির যেরূপ মুখের ভাব, তাতে ত কোন মতেই চাতুরী ছলনা বোধ হয় না। প্রতারিত হই নাই,—গোলাপ,! অবস্থার জন্য পুঁটু বাধ্য হয়ে অপরের সঙ্গে আলাপ কর্‌চে, সে আমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না।

গো। ত্যাড়াকান্ত!—মনে করেছিলাম বল্‌ব না, না বল্লেও চলে না। কে জানে, তোমার এ অবস্থা দেখে আমার যেন চোক ফেটে জল আস্‌চে। আমি নিজের হাতে তোমার মত ২।৪ জনকে পথে বসিয়েছি,—তাতে আমার দুঃখ হয় নাই, কিন্তু তোমার এ বোকামী দেখে আমার প্রাণ বড়ই কেঁদে উঠ্‌চে,—ঠাকুর! তুমি এখনও কি বিশ্বাস কর যে, বেশ্যার সঙ্গে প্রেম হয়?

ত্যা। সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।

গো। সে তোমার মনের ভুল।—তুমিত ব্যাটা ছেলে। আচ্ছা একবার ভাব দেখি।—আমরা পবিত্র প্রণয় কোথা পাব? আমরা ব্যবসাদার,—দোকানে খরিদ বিক্রয়ের জন্য কত রকম লোক আসে, খরিদার বজায়ের জন্য—যখন যার সঙ্গে যা কর্‌তে হয়, তা আমরা বেশ জানি। তুমি পবিত্র প্রণয় চাও, তাই দিব, তুমি হুড়ো হুড়ি গুতো-গুতি চাও আমরা তাই দিব, গান-বাজনা চাও, তাই দিব, বসে রাখ্‌বার জন্য, তোমাকে ভোলাবার জন্য টাকা ফাঁকি দেবার জন্য আমরা সকল রকম সং সাজ্‌তে পারি।—

তোমাকে ভাব গতিকে এরূপ জানাতে পারি যে, যেন তোমারই জন্য আমি, তুমি না থাক্‌লে এক তিলও বাঁচ্‌ব না। তাই বলে কি যথার্থই তোমাকে আমি ভাল বাস্‌ব, তা হলে ব্যবসা বজায় থাকে কই? আমাদের প্রেমবাজারে—যারা যাত্রা করে, নাটক করে, তারা কি সেই নাটক শুনে মোহিত হয়? কখনই নয়,—তাদের ব্যবসা,—সাজ্‌তে হয় সাজ্‌তেছে;—বুদ্ধদেব সাজ্‌ল, ধর্ম্মের ছড়াছড়ি বক্তৃতা কর্‌ল, তা বলে কি সে অভিনেতার সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব থাকে?—সে, রঙ্গভূমে দর্শকদিগের নিকট ধর্ম্মের অবতার বলে পরিচয় দিচ্ছে, কিন্তু সে-ই, আবার কর্ম্ম শেষ হতে না হতে অমনি সাজঘরে এসে পিশাচের ন্যায় মদ ইত্যাদি নানা কুসঙ্গে মত্ত হচ্ছে। আমরাও তাই—তোমরা আমাদের দর্শক, যেরূপ সাজে গোজে, অর্থাৎ তোমরা যে চক্ষে আমাদের দেখ, প্রকৃত আমরা সে জিনিস হইতে অনেক অন্তরে। —তোমাকে কত বল্‌ব,—এখন বুঝেছ ত?—তোমার যে বুদ্ধি—তা না হলে ঘোষের পো ই বা হবে কেন?

ভূ। গোলাপ! যা বল্‌লে, সকলই সত্য, বেশ্যাদের ব্যবসাই এরূপ বটে।—আমি যখন ইস্কুলে পড়ি, তখন থেকে জানি যে বেশ্যারা প্রণয় জানে না, কড়ির লোভে সকলের মন যোগায়। বেশ্যারা কত ছল কৌশল জানে, তা বোঝা পুরুষের সাধ্য নহে, আমি তা সবই জানি;—কিন্তু প্রকৃত কথা বল্‌তে কি, পুঁটি আমার সেরূপ নয়, সে ছলনা বোঝে না, চাতুরী বোঝে না, সে যথার্থ অকপটে আমাকে প্রেম করে; সুতরাং বাজারে প্রণয় পুঁটির সরল প্রেমের সঙ্গে তুলনা হতে পারে না। তা না হলে আমি কি এত বড় বোকা যে, সর্ব্বস্বান্ত হয়েও আবার পুঁটির বাটীতে থাকি?—ঘোষের পো হয়ে গোলাপ?

গো। (স্বগত) এ লোকটাকে একেবারে নষ্ট করেছে। বাহবা রে পুঁটি!—বেশ বাহাদুর বটে! (প্রকাশ্যে) হাঁ, তা বই কি। পুঁটি এখনও ছেলেমানুষ, চাতুরী ছলনা জানে না,—তা তুমি ঠিক এঁচেছ।

নেপথ্যে—ঘোষের পো! ঘোষের পো!

ভূ। কাকে ডাকে?

গো। (হাস্য) ওমা! ভুলে গেলে না কি? তোমাকে, তুমি যে ঘোষের পো।

ভূ। হঁা, ঠিক মনে করে দিয়েছ।

(উচ্চৈঃস্বরে)—ঘোষের পো ! ও ঘোষের পো !

ভূ। কি বলে উত্তর দিব ? হাঁ, মনে হয়েছে, যাচ্চি গো !

গো। (হাস্য)————

গীত।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

গো। (দাড়ি ধরিয়া)

কেশব তোমার কাল অঙ্গে রং ভাল সেজেছে ওহে।

আবিরেতে অঙ্গ মাখা, কাল রূপ গিয়েছে ঢাকা,

কেবল মাত্র নয়ন বাঁকা, তাইতে চেনা গেছে হে॥

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সোনাগাছী।

পুঁটিহরির বাটীর চাতাল।

(হুক্কা হস্তে ভূপেনের প্রবেশ)

(হুক্কা সাফ করিতে করিতে স্বগত) কত কর্ম্মই পড়ে রয়েচে, হুঁকাটা সাফ হলে একেবারে একক‍ুড়ি কল্‌কে গেজে রাখ্‌তে হবে। তার পরে ত বাজারে যেতে হবে, হাঁসের ডিম্, পেঁয়াজ, বড় আলু, মাংস. ঘি এ সকল কিনে নিয়ে আস্‌তে হবে। তার পরে আবার আর একটা কর্ম্ম আছে,— দু বোতল Brandy এণ্টিলোপ আন্‌তে হবে. এক বোতল বিহাইভ্, তার পর এসে আবার বিছানা পেতে, বিছানা ঝেড়ে Lamp গুলো জ্বেলে দিলে আজ্‌কের মত এক রকম কর্ম্ম ফুরোল।—কর্ম্ম ফুরো-লই বা কি করে? ভৈয়েরের মুখে বাবুরা যা বল্‌-বেন, তাই ত আমাকে কর্ত্তে হবে। এই এক বৎসর

তিন মাস হ'ল কুমুদ বাবু এখানে এসেছেন, তা প্রতিরাত্রে ২০০।২৫০৲ টাকার নিচে খরচ নাই, লোকটা মারা গেল দেখ্‌ছি, আবার সেই ভোলা-খুড়ো জুটেছে। আমারে যেরূপ সর্ব্বস্বান্ত করেছে, এরও তাই হল।—গয়ার সঙ্গে পরামর্শ কর্‌চে, শুন্‌তে পেলাম যে, কুমুদ বাবুর আর কিছু নাই, সব শেষ হয়ে এসেছে, কেবল রংপুরের বসতবাটীটী আছে, তা আজ-কালের মধ্যেই ফরসা কর্‌বে;—তাই ত, কি ভয়ানক কথা! যথার্থই দেখ্‌চি, বেশ্যারা সকলই কর্‌তে পারে।—আমার নিজের সর্ব্বস্ব গিয়েছে, তার মধ্যে এই একটু সন্তোষ যে, পুঁটি আমা ভিন্ন আর কাউকে জানে না; কিন্তু এ হতভাগীর বেটা ছলনা-চাতুরীতে পড়ে মারা গেল।—আমার উচিত নিষেধ করা,—আর নিষেধই বা কি কর্‌ব ছাই? সকলই ত গিয়েছে, বিষয় থাক্‌তে বল্‌লে উপকার হতে পার্‌ত! আহা! ইস্কুলের ছেলে,—ডব্‌গা বয়স,—মারা গেল বেচারা! আমার এখন অনেকটা চোক-কাণ ফুটেছে।—ঘোষের পো না হলে এতদূর কখনই হত না, আমি বেশ বুঝ্‌তে

পেরেছি যে, এই দালাল ব্যাটারাই সর্ব্বনাশ করে। বেশ্যা ও দালালের পরস্পর বন্দোবস্ত থাকে। কি ভয়ানক কৌশল!—উঃ! এ সকল লোক সব কর্‌তে পারে। পুঁটুর—যে ভাল বাসা, তার উপরেও যেন আমার কতকটা সন্দেহ হয়ে আস্‌চে।—ও কুমুদকে যে যত্ন করে, ভাল বাসা দেখায়, আমাকেও ত তাই করেছে, তবে আমার কাছে এসে বলে যে, "ভূপেন! আমি তোমারই দাসী, কেবল পয়সার খাতিরে ওর কাছে মিছে প্রেম বাড়াই, তাতে তুমি দুঃখ ক'রো না।"—আচ্ছা, (চিন্তা)এ কথা ত মিথ্যা কথা না। যেরূপ ওর আর ওর মার চাতুরী স্বচক্ষে দেখ্‌চি, তাতে বোধ হয়, আমারও সঙ্গে ছলনা করেছে, আর এখনও কর্‌চে।—গোলাপী ঠিক্ বলেছিল, বেশ্যার মনে প্রণয় নাই।—ঠিক কথা.—তা যদি সত্য হয়, তবে আমরা কি গাধা!—আপনার কতদূর অনিষ্টই কর্‌লাম, আমিত অধঃপাতে গিয়েছি। আবার সম্মুখে একজন ভদ্রসন্তানের সর্ব্বনাশ দেখ্‌চি। আমার বোধ হয় ২।৪ দিনের মধ্যেই কুমুদ বাবুকেও বা আমার মতন আফিং ধর্‌তে হয়,

গয়া মাগীও বড় কম নয়। একজন ভয়ানক স্ত্রীলোক,! কি চমৎকার কৌশল জানে! ধন্য শিক্ষা!—এই বাজার খরচের টাকার ভিতর থেকে একবৎসরে আমি গয়াকে কিছুকম না হবে চুরী করে—৩০০৲ টাকা দিয়েছি। আমাকে পয়সা নেবার যে সকল কল কৌশল শিখিয়েছে, তাতে বেশ বোধ হয়, ও স্ত্রীলোক পুরুষের চৌদ্দ পুরুষ। আমার বোধ হচ্ছে, পুঁটুর ভাল বাসা মিথ্যা কথা। (চিন্তা) না,—তা হলে এখনও আমাকে রাখ্‌বে কেন? আমার ভুল,—সম্পূর্ণ ভুল,—পুঁটুর প্রণয় পবিত্র নিশ্চয়, স্বার্থহীন,—নিশ্চয় স্বার্থহীন।

(নেপথ্যে)—ঘোষের পো!

ভু। আজ্ঞে যাই।

(নেপথ্যে)—একটা হুঁকা জল ফিরোতে কি সমস্ত দিন লাগে?

ভূ। আজ্ঞে না, অনেক কাট্‌ জমেছে, তাই বিলম্ব হচ্ছে।

(নেপথ্যে)—(বামস্বরে) এমন হতভাগা মিন্‌সেও তো দেখি নে। একটা কর্ম্ম যদি কর্‌তে পারে;—মিন্‌সে যেনঅজবুক।

পুঁটুর প্রবেশ।

পুঁ। কি হচ্ছে ভূপেন বাবু? আজ্‌কে রাত্রে বড় ধুম্‌।

ভূ। না ভাই, এখন কথা কব না। বাবু রাগ করেছেন।

পুঁ। রেখে দাও তোমার বাবু, আর ৫।৬ দিন বাদে ঝাঁটা মেরে তাড়াব। ওদিকে মাল ফর্‌শা প্রায়, সব শেষ হয়েছে,—কেবল ভিটে বাকী।

ভূ। (নীরব)

পুঁ। দেখ ভূপেন! (গলদেশ ধারণ) ও মনে করে যে আমি যেন ওকে যথার্থই ভাল বাসি। কেবল নেবার জন্য যে দোকানদারী, তা হতভাগা বোঝে না। আজকে রাত্রে খুব ধুম হবে,—শাল বাঁধা দিয়ে ৫০৲ টাকা আজ্‌কে পেয়েছে,—দেখো ভাই, তোমার হাত দিয়ে খরচ হবে,—মা যেমন করে শিখিয়ে দিয়েছে, তেমন করে সাথ কোরো।

ভূ। তা আমি এখন বেশ শিখেছি।

(নেপথ্যে)—ঘোষের পো! ও ঘোষের পো!

ভূ। আজ্ঞে।

(নেপথ্যে)—শীঘ্র তামাক দে!

ভূ। যাই।

[ঘোষের পোর প্রস্থান।

পুঁ। (হাস্য) (স্বগত) হা ভগবান! তুমি হতভাগা ব্যাটাছেলেগুলোকে এত কমবুদ্ধি দিয়েছিলে কেন? চেহারা গুলো বড়,—হামৃদো হামৃদো,—জোর বেশী,—সকল দিকেই বড়, কেবল বুদ্ধি এত কম যে, আমরা তাদের,—আমরা তাদের পায়ের জুতো কোরে রাখ্‌তে পারি। তার সাক্ষী ভূপেন আর কুমোদ। ভূপেন টা কি মূর্খ গা, মান অভিমান সব ভুলে গিয়ে আজ এক বৎসর দেড় বৎসর বেহারার কর্ম্মই কর্‌চে। আমরা মিনি পয়সায়—আমরা এই বুদ্ধির উপর যদি কিছু বলবান হতাম, তা হলে পৃথিবী ছারখার কর্‌তে পারতাম। আ মর্ পোড়ারমুখোরা, মেয়েমানুষ যদি একবার তাকালে, অমনি গলে গেলেন।—একটু যদি মুচ্‌কে হাস্‌লে, অম্‌নি মনে কর্‌লে এ বুঝি আমার সাতপুরুষের তিনি।—আরে পাগ্‌লা! এ তোদের বুদ্ধি নাই যে ৬।৭ জনের ভিতর থেকে আমোদ কর্‌তে কর্‌তে তোর দিকেই বা বেশী ঝোঁক দি কেন? তোরেই বা বেশী ভালবাসা দেখাই কেন? তোরই বা বেশী অনুগত হই কেন? কেবল শীকার পটাবার জন্য বই ত নয়,—

কেবল তোর মাথা খেতে। আমাদের গান বল, বাজ্‌না বল, নাচ বল, তাকান বল, নজর বল, ঝগড়া করা বল, মায়া বাড়ান বল, না দেখ্‌লে বাড়ীতে লোক পাঠান বল, সকলই তোদের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্‌বার জন্য। যা হক, এই ১৫ বৎসর বয়সে দু জনকে পথের কাঙ্গাল কর্‌লাম, এখন দেখি আর কজন পারি।—যাই এখন, দেরী কর্‌ব না, আজ আমার মহাধুম্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুঁটুহরির শয়নগৃহ।

(কুমুদনাথ আসীন)

কু। উঃ! মাথাটা বড় ধরেচে, গাগুলো বড়ই কাম্‌ড়াচ্চে, —কাল্‌কে অতিরিক্ত মাল টানা গেছে, তাই এত কষ্ট,—এ কষ্ট মনে হলে আর মদ খেতে ইচ্ছা হয় না। (চিন্তা) (প্রকাশ্যে) ঘোষের পো!

নেপথ্যে— আজ্ঞে যাই।

কু। একছিলিম তামাক দাও। (স্বগত) এখন শীঘ্র ভোলাখুড়ো এলে হয়। আর এক বোতল না হলে খোঁয়ারি মেটে না। কাল্‌কে ৫০৲ টাকার ভিতর কি এক পয়সাও নাই? দেখি একবার ঘোষের পোকে জিজ্ঞাসা করি।

ঘোষের পোর হুক্কা হস্তে প্রবেশ।

ঘোষের পো!—কাল্‌কের দরুণ কি কোন খরচা বাঁচে নি?

ঘো। আজ্ঞে না বাবু! কটাই বা টাকা?

কু। তা বটে,—ভোলাখুড়ো এসেছে কি? ব্যালা কটা?

ঘো। কৈ, ভোলাখুড়োকে দেখি নেই, ব্যালা ১১ টা বাজে।

কু। পুঁটু বিবি কোথা?

ঘো। তিনি ও ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্চেন?

কু। (স্বগত) তা হতে পারে, কাল্‌কে পুঁটুর বড় কষ্ট হয়েছিল। কাল আমি বড় মাতাল হয়েছিলাম, —আদপে জ্ঞান ছিল না,—এই পর্য্যন্ত মনে আছে,—গানবাজনা শেষ হয়ে গেল, গোলাপ বিবি কি জন্য রাগ করে চলে গেল। টাকা ছিল না, ধার কর্‌বার কথা হয়,—আমি ধার চাইলাম,—ভোলা-খুড়ো বুঝি একটা কাগজ কলম নিয়ে এলো,—তার-পর—কিছু লেখা হয়েছিল কি-না—তা আর কিছু মনে হয় না।—খাওয়া দাওয়া হয়েছিল কি-না মনে নাই। আমার তো খাওয়া হয় নাই বেশ বোধ হচ্ছে,—পেটও বড় জল্‌চে।—যা হক,এখন ত আর প্রাণ বাঁচে না।—একটুখানি পেলে বড় ভাল হত। ঘোষের পোর কাছ থেকে কি ২।১ টাকা পাওয়া যাবে?—না, চাইব না।—ছি! ছোটলোক,—

কেমন করে চাই? (চিন্তা) তাতে দোষ কি? বেশী করে বক্সিস্ দিলেই হবে। (প্রকাশ্যে) ঘোষের পো!

ঘো। বাবু।

কু। একটা কথা বল্‌ব কি?

ঘো। আজ্ঞে, আমি ত আপনার চাকর।

কু। দেখ্, বড় মাথা ধোরেছে, গা-গতর-কামড়াচ্ছে, বড়ই কষ্ট হচ্ছে, বুঝেছ কি?

ঘো। আজ্ঞে তা ত বুঝেছি,—তবে—তার টাকা দিন! আমি এখনি যাব।

কু। তোমার হাতে কি এখন ২।১ টাকা নাই?

ঘো। আজ্ঞে না,—আমি সামান্য লোক, কোথায় পাব?

কু। (স্বগত) এই ত, হাতে টাকা না থাক্‌লে ত দেখ্‌চি বড়ই কষ্ট। আমার ত এরূপ অর্থকষ্ট কখন হয় নাই। (প্রকাশ্যে) ঘোষের পো! একবার পুঁটু বিবিকে ডেকে আন ত?—বল্‌বে, বড় বিশেষ দরকার।

ঘো। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

কু। উঃ! কি মাথাই ধরেছে, একে একে ত সকলই ঘুচালাম। জমি জায়গা স্থাবর অস্থাবর সকলই নষ্ট কর্‌লাম, থাক্‌বার মধ্যে এক বসতবাটী—তা কাল্‌কে যখন অজ্ঞান হয়েছিলেম, তখনই কেমন কেমন বোধ হচ্ছে। যাক্, সে সকল চুলোয় যাক্. এখন আপাততঃ গোটা দুই টাকা পেলে যে শরীরটে ঠিক হয়। দুটো টাকার জন্যে এখনই এত অভাব বোধ হচ্ছে, তাই ত, পরে কি হবে?—বাপ যখন বর্ত্তমান ছিলেন, কালেজে পড়্‌বার সময় কুমুদের হাত দিয়ে জল গল্‌ত না, কি করে এত আল্‌গা হয়ে পড়্‌লাম? সর্ব্বস্ব নষ্ট করলাম। বেশ্যার উপর যথেষ্ট ঘৃণা ছিল,—মদের বিরুদ্ধে কত খবরের কাগজে লিখেছি,—কত বক্তৃতা করেছি,—আবার উল্‌টে সেই পথে পড়ে আমি খারাপ হলাম। আহা! কেন এমন হলাম? এই এক বৎসর কায়মনোবাক্যে বেশ্যার সেবা কর্‌চি, এদের পূজা কর্‌চি, মদের শ্রাদ্ধ কর্‌চি, এতে কি মজা আছে?—সর্ব্বস্ব নষ্ট করলাম, কিন্তু কৈ, কি মজা—আছে?—(চিন্তা) মজা কেবল এই যে, অনেকে আমার মতন যাদুতে পড়ে ইহকাল

পরকাল নষ্ট করে। অল্পবয়সে স্বাধীনতা পেলে বিষয় হাতে পড়্‌লে, কতকগুলি ইয়ার জোটে। সেই ইয়ারদের অঙ্গভঙ্গী, কথার ঢং, চল্‌বার ঢং ইত্যাদিতে মন জড়িত হয়। তারা একটা কালকূটে পেতিনীর রূপগুণে মোহিত করে ফেলে। সেই সর্ব্বনাশী এম্‌নি ভঙ্গী দেখায় যে, তাকে ঠিক যেন—অপ্সরা বলে বোধ হয়। "একটা নূতন মাল এসেছে,—আভাঙ্গা,—একবার গিয়ে দেখে আসি চল"—ইত্যাদি জমাট কথাগুলোতে ইয়ারেরা মন বড় খারাপ করে দেয়। ঐ সকল নানারূপ কথাতেই ত আমার বিপদ ঘটেছে। তার পর বেশ্যার সঙ্গে প্রেম আলাপে তার চাতুরীতে বাহ্য জ্ঞান শূন্য হয়ে যায়। কে জানে, কি মন্ত্র জানে, অন্যায় জেনেও তাতে আনন্দ বোধ হয়, অমঙ্গল স্বচক্ষে দেখ্‌লেও গ্রাহ্য হয় না। এক বৎসরে যতদূর দেখ্‌বার দেখলাম,—মজার ভিতর ডিম,—উঃ! কিভয়ানক মায়া! নেসার সময়—ঘোর নেসার সময়—বামা স্বরে গান করে সেই সর্ব্বনাশী কি প্রলোভনই দেখায়! পাঁচ সাত জন ইয়ার আছে, তার মধ্যে সকলকে এড়িয়ে বেশ্যাটী

যে আমাকে লুকিয়ে ইসারা করে, ভালবাসা দেখায়,—আদর করে,--যত্ন করে,—সেইটুকু একটী ভয়ানক প্রলোভন! যা হক, সমস্ত জেনে শুনে আমি গাধা হয়েছি। বন্ধুদের উপর আমার বড় বিশ্বাস ছিল, তাই এত দূর গড়াল, আমি বেশ জানি, বেশ্যা কখন ভাল বাস্‌তে পারে না। ভাল বাসার জন্যে আমি টাকা নষ্ট করি নাই,—আমার সর্ব্বনাশের মূল কেবল বন্ধুগণ। ক্রমে ক্রমে বুঝ্‌তে পার্‌ছি যে, যে সকল লোক মন্দ পরামর্শ দেয়, সমবয়স্ক হলেও——এক সময় বিস্তর উপকার কর্‌লেও তারা বন্ধু নয়। জেনে শুনে আমি সর্ব্বস্বান্ত হলাম। এরূপ প্রকার করে যে এতদূর সর্ব্বনাশ ঘটে, তা আমি কখনও ভাবি নাই। (চতুর্দ্দিক দর্শন) তাই ত, এরা এখনও আস্‌ছে না কেন? ক্রমশ মাথা যে ছিঁড়ে পড়্‌চে,—আর বস্‌তে পারি নে। (শয়ন) কৈ, ভোলাখুড়ো এখনও এলো না। ভোলা খুড়োটী কিন্তু বড় ভদ্র লোক। অনেক সময় মান বাঁচিয়েছে। যাই ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাই সময়ে সময়ে মান রক্ষা হয়েছে।—লোকটার কলিকাতায়

অনেক লোকের সঙ্গে প্রণয় আছে,--বেশ চৌকোস লোক।

পুঁটুর ও পশ্চাৎ ঘোষের পোর প্রবেশ।

পুঁ। কেন নাথ! আজ কি জন্যে ডাক্‌ছিলে?

গীত।

ঝিঁঝিঁট—মধ্যমান।

"আজি কি লাগি প্রাণনাথ
ডাকিলে আমারে।
তুমি দিনমণি, আমি হে নলিনী,
তব প্রেম ডাল শুনি রহিতে নারিনু ঘরে।
হেন কি হে সাজে, পুরুষ সমাজে,
কুলবতী লাজ তেজে কভু কি আসিতে পারে॥"

কু। আরে রেখে দাও তোমার গান, মরি,—এখন প্রাণ বাঁচাও।

গীত।

পুঁ। "প্রাণ আর বাঁচে কেমনে
সুধু আঁখির মিলনে॥"

কু। নাও নাও চুপ কর—শুন্‌চ কি,—বড়ই কষ্ট হচ্ছে।

পুঁ। কষ্ট ত হবেই।

গীত।

"পীরিতি করিতে গেলে সুখ দুঃখ সইতে হয়"
তা বলে বিধুমুখি——"

কু। চুপ কর বলচি,—এখনও কি তোর নেশা আছে না কি?

গীত।

পুঁ—"নেশাতে ঢুল্ ঢুল্ করে দু নয়ন।
কোথায় রহিল আমার সে বিধুবদন॥" (নৃত্য)

কু। যা, দূর হ, আমি আর কিছু বলতে চাই না। একজন মরে আর একজন হরি হরি বলে।

পুঁ। "হরি বোল হরি বোল হরিবোল বলে—
কে যায় নদের বাজার দিয়ে—হরি বোল।
হরি হরি বোল——ও হরি বোল——"

কু। ঘোষের পো! আমার—জামা টামাগুলো দাও ত,—আমি চল্লাম।

পুঁ। এখন নিদয় হয়ে বিদায় চেও না।
যাও কোথা প্রাণনাথ যাই যাই আর বলো না॥

(ইত্যাদি)

ঘো। (স্বগত) সর্ব্বনাশ!—আমি ভাবতাম্ পুটুহরি সরল, কিছু বোঝে না। ও বাবা! এ যে সর্ব্বনেশে মেয়ে মানুষ। এর ভাল বাসা—আমি—আজ বেশ বুঝলাম। মারে গেছি!—বড় প্রতারিতই হয়েছি!—এই দেখ দেখি, কি রকম রঙ্গই করচে,

—পাছে মদ আন্‌বার টাকা দিতে হয়, সেই জন্য এত ন্যাক্‌রা কর্‌ছে।—আমার কাছে পূর্ব্বেই শুনেছে, তাই আর এখন কুমুদ বাবুর কথায় কথা দিচ্ছে না,—গান গেয়ে নেচে উড়িয়ে দিচ্ছে। কি সর্ব্বনাশ।—উঃ!—কি ভয়ানক!—এরা সব কর্‌তে পারে।—আরও আশ্চর্য্য এই যে, আমার মতন বোকারও অভাব নাই! আমার আজ আক্কেল হল।

পুঁ। বাবু! চুপ কর্‌লে যে? কি বল্‌বে বল না?

কু। আর কাজ নেই, ঢের হয়েছে।

পুঁ। কেন?—কি অপরাধ হয়েছে?

"হয়ে থাকে অপরাধ চরণ ধরিয়া সাধি"

(চরণ ধারণ।)

কু। দেখ্‌, এই বারে মার খেয়ে মর্‌বি,—এর পরে গান গাইলেই গালে থাব্‌ড়া মার্‌ব।

পুঁ। বলি মারত মেরে ফেল হয়ে যাক নিষ্কৃতি।
এত রাগত আমার প্রতি।
রাজনন্দিনী এত রাগত আমার প্রতি॥
ধর ধর মালা নেও, হেসে হেসে কথা কও.
আরে পারত, মেরে ফেল হয়ে যাক নিষ্কৃতি।
এত রাগ ত আমার প্রতি॥

কু। (উচ্চহাস্যে) মরেচে রে, তোর্ এখনও নেসা আছে?

পূ। ভরপূর,—কাল যে জোর করে খাইয়েছিলে, মনে পড়ে না কি?—কাল যে জ্ঞান ছিল না,—মেরে ফেলেছিলে যে,—তুমি আর মদ খেও না।

কু। এমন করেছিলাম?

পূ। তা মনে থাক্‌বে কেন? কোন্ শালী তোমাকে আর মদ খেতে দেবে।—এম্‌নি মাতাল হও যে জ্ঞান থাকে না। কোন্ দিন নিজে তুমি মর্‌বে, না হয় আমাকে মার্‌বে।

ভূ। (স্বগত) ওঃ! মাগী কি ধড়িবাজ! পাছে টাকা বার কর্‌তে হয়।

কু। তা বেশ,—আর মদ খাব না; কিন্তু ভোলাখুড়োত এখনও এলো না?—তুমি কি গোটা ২।৩ টাকা জোগাড় কোরে দিতে পার না?—খোঁয়ারিটা না মিট্‌লে মাথা তুল্‌তে যে পারি নে।

পূ। টাকা কোথা পাব ভাই? টাকাত আর আমার কাছে দাও নাই, নিজেই জলের মত উড়িয়েছ।—মদ খেয়ে নষ্ট কোরেছ। দেবার মধ্যে এই গহনা দুখানা,—তা বল ত এখনই বেচে এনে দি!—গোয়ের পো।—(গহনা দেখান)

ভু। হাঁ,—(স্বগত) ওরে বাপ্‌রে!—আমার বেলাতেও ঠিক এইরূপ কোরেছিল রে। সর্ব্বনাশ কর্‌লে দেখ্‌ছি।—এ লোকটাকেও ঘোষের পো কর্‌বার যোগাড়ে আছে।—কি মায়া! ও বাবা!—সর্ব্বনাশ কোরেছে! আর বাকী কিছুই রইল না।—দিব্য জ্ঞান হয়েছে, এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি।

কু। তোমার গহনা খুল্‌তে হবে না,—বলি মার কাছ থেকে কি গোলাপ বিবির কাছ থেকে ১৲ টাকা হাওলাত বরাত কোরে আন না। শরীরটে একটু একটু শোধরাক্, আর ভোলাখুড়োও আসুক, না হলেই টাকার বিলি কর্‌ব। তখন টাকার জন্য তোমার ভাবনা কি?

পুঁ। ভোলাখুড়া আর আসবে না।

কু। কেন?

পুঁ। কাল রাত্রে মদের ঝোঁকে বড়ীটে ১০০৲ টাকা নিয়ে ১০০০৲ টাকায় লেখা পড়া কোরে দিয়েছ, মনে নেই কি? ভোলাখুড়ো বলে যে আর ওর আছে কি?—সে তোমার ভালর জন্যেই বলে, এবার টাকা ধার কর্‌লে শুধ্‌তে পার্‌বে না, শেষ কালে কি জেলে পচে মর্‌বে, আমি আর আসব না।

কু। (স্বগত) তবে একবারে পথে বসিয়েছে! (প্রকাশ্যে) আমার আছে কি না আছে, তা সে জান্‌বে কি কোরে? তুই ১৲ টাকা পাস্ ত নিয়ে আয় আর যদি কাল্‌কের দরুণ বোতলে কিছু থাকে, তা হলে টাকা আনতে হবে না, একটু শরীর ভাল হলে হয়। টাকার ভাবনা আবার আমার? আমার বাপের বাড়ীর দরুণ বিষয়টাই না হয় গেছে,—সে কত টাকারই বিষয়? ১ বৎসরের মধ্যে যে বিষয় একটা রাঁড় রেখে দু বোতল মদ খেয়ে উড়ে যায়। সে বিষয় বিষয় রে পুঁটি? আমি মাতামহের সর্ব্বস্ব ২০।৩০ লাখ টাকার জমিদারী পেয়েছি, তা সওয়ায় শ্বশুরবাড়ীর এক হিস্যে—তাও প্রায় ৫।৭ লাখ টাকার সম্পত্তি হবে,—কটা টাকাই বা গেছে?—যা! তোকে যা বল্‌চি, শুনবি ত শোন, না হলে এখনি আমি চল্লাম।

পুঁ। (স্বগত) ও বাবা! এ ব্যাটা তবে কুবের গো! একে ফকির কর্ত্তে এখনও ৩।৪ বৎসর যাবে। বেশ ত, ভালইত, আমরই ভাল—হাতে রাখি। (প্রকাশ্যে) বাবু! তোমাকে কি টাকার জন্যে বল্‌চি? তুমি মদ খেলে বড় মাতাল হও, তাই—তাই—

গীত।

"তাইতে নিষেধ করি যাদুমণি।"
সহজে হবে না মজাবে দুঃখিনী।

(ইত্যাদি।)

কু। ভাল ঘের রে বাবু, তুই আন্‌বি কি? বিশ্বাস হয়?

পুঁ। (করযোড়ে) যে আজ্ঞা, এখনি চল্লাম, এখনি আন্‌চি।

[প্রস্থান।

কু। ঘোষের পো!—মাথাটা টিপে দাও ত হে। (স্বগত) উঃ! কি কুকাজই করেছি! মাথাটা ছিঁড়ে পড়্‌চে,—ভাল কোরে টেপ ত।

ঘোষের পো। (তথা করণ)

ভু। (কুমুদনাথের মস্তক টিপিতে টিপিতে) তাইত, আমি নিশ্চয়ই প্রতারিত। কুমুদ বাবুরও বিলক্ষণ ক্ষতি! আজ আমি আর চক্ষের জল নিবারণ করে রাখ্‌তে পার্‌চি না। হায়! বৃদ্ধা মাতা যে কোথায়, অত বড় জমিদারের স্ত্রী হয়ে বৃদ্ধবয়েসে যে কার দোরস্থ হয়ে উদরান্নের জন্য কষ্ট পাচ্চেন, তা বল্‌তে পারি না। জানি না—কি মায়াতে পোড়ে এতদিন ভুলে-ছিলাম, তা ভেবেও স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না। আহা! স্ত্রী—সতী—সাবিত্রী—কতবার আমার সঙ্গে

দেখা কর্‌বার জন্য এই কলিকাতা পর্য্যন্ত এসে-ছিলেন, আমি পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিয়েছি। সেই দুঃখে দুই বৎসরের শিশুসন্তান রেখে আত্মঘাতিনী হন আহা! আমার ছেলেটীই বা কোথায়? জীবিত কি মৃত, তাও জানি না।—ধন্য যাদু! ধন্য মায়া!—সকল ভুলে—সর্ব্বস্ব নষ্ট করে—কি অবস্থাতেই আছি। ঘোষের পো!—চাকর! (রোদন ও চক্ষের জল কুমুদ বাবুর অঙ্গে পতন)

কু। (সচকিতে) ঘোষের পো! এ কি? কাঁদ্‌চ কেন?

ভূ। আজ্ঞে, কৈ,—না। (চক্ষু মুছিয়া) বাবু! আপনার মাথা ব্যথা সার্‌ল?

কু। না ঘোষের পো! তুমি কেন কাঁদ্‌চ, আমাকে বল্‌তেই হবে।

ভূ। সে কথা থাক।

কু। না তা থাক্‌বে না।—তুমি বল।

ভূ। মহাশয়! আমি বড় দুঃখেই কাঁদ্‌চি। (স্বগত) বল্‌তে হল, কুমুদ বাবুকে সাবধান করা উচিত।

কু। কি দুঃখ তোমার?

ভূ। আমার চাক্‌রী বোধ করি ২।১ দিনের ভিতর যাবে, তাই কাঁদ্‌চি।

কু। কেন তোমার চাক্‌রী যাবে? তুমি কি দোষ করেছ?

ভূ। আজ্ঞে, কোন অপরাধ নাই।

কু। তবে কেন চাক্‌রী যাবে?

ভূ। আপনার জন্য।

কু। আমার জন্য কিসে?

ভূ। মহাশয়ের যেরূপ অবস্থা দেখ্‌চি, তাতে আমার বিশ্বাস যে, আপনি অতি ত্বরায় ঘোষের পো হবেন। তা হলে—আপনি ঘোষের পো হলে আমি ঘোষের পো যাব কোথা? তাই ভাব্‌চি আর মনের দুঃখে কাঁদ্‌চি।

কু। সে কি কথা? আমি ঘোষের পো?

ভূ। হাঁ মহাশয়! আমিও চিরদিন ঘোষের পো ছিলাম না,—আমার নাম ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, নিবাস বর্দ্ধমান জেলা—অযোধ্যা।

কু। (সোজোয়ান হইয়া) উঃ! আপনি যে বড়লোক,—মস্ত জমিদার,—তবে এ কি?

ভূ। সর্ব্বস্বান্ত হয়েছি, অবশেষে ঘোষের পো!—অধিক পরিচয় দিতে আর ইচ্ছা করে না, পুঁটিই আমার সর্ব্বনাশ করে শেষে ঘোষের পো সাজিয়ে রেখেছে।

কু। আপনি ঘোষের পো,—তবে আমি ত কোন্ কাটা-মুকাটি।

ভূ। যদি কিছু সম্পত্তি থাকে, তা হলে সাবধান।

কু। সাবধান আর মাথা মুণ্ডু, আমিত অধঃপাতে গেছি—আপনিও ঘোষের পো, আমিও ঘোষের পো। তাই ত, না বুঝে দেখছি অনেকেই এইরূপ ঘোষের পো হন। আপনি যে কেবল জমিদার তা নন, আপনি বিদ্বান পণ্ডিত, আপনি ঘোষের পো!

ভূ। এখন আপনিও ঘোষের পো, আমিও ঘোষের পো, এই রকম করেই লোকে মারা যায়!—ছি! কি কুকর্ম্মই হয়েচে।

কু। এখন উপায়?

ভূ। দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা!—

কু। তাই ত।

ভূ। এখন আত্মহত্যাই মঙ্গল।

কু। আত্মহত্যা?

ভূ। ক্ষতি কি?—যাক প্রাণ থাকুক মান।

কু। তাই ত,—যাক্—প্রাণ—(উভয়ে নিজ নিজ মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া গাঢ় চিন্তায় মগ্ন)

নেপথ্যে। গীত।

ভৈরবী—পোস্তা।

"প্রেম যে করেছে সে মজেছে তুই মজিস্‌নে সই।
তুই মজিস্‌নে সই ওলো তুই মজিস্‌নে সই॥
আপনার মন দিয়ে পরে, থাক পরের ইন্তাজারে,
পড়্‌বি চিঁড়ের বাইসফেরে হবি ঠিকে সই।॥"

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।